দক্ষিণ আমেরিকায় মাস কয়েক

শ্রীবৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
এম. এ., এফ. আর. জি. এস., এফ.
আর. এস. এ (লণ্ডন)

দি বুক কোম্পানি লিমিটেড্
৪।৩ বি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মিত্র

৪ ৩বি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

আট আনা

প্রিন্টার — শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস

৫ ও ৬ চিন্তামণি দাস লেন কলিকাতা

উৎসর্গ

সতী-লোকগতা

মন্দাকিনী দেবীর

শ্রীচরণ উদ্দেশে

পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত

অর্পিত হইল।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা,
১৩৪৫

"বৈদ্যনাথ"

প্রথম পরিচ্ছেদ

"ফেল জীর্ণ চীর পর নবসাজ
আরম্ভ কর জীবনের কাজ ॥"

বয়স তখন বেশী নয়। সবে যৌবনে পা দিয়াছি। সম্মুখে সকলই সোনার স্বপ্নের মত বোধ হইতেছিল। দেহে প্রচুর বল—মনে অদম্য স্ফূর্ত্তি—পিতার অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য — মাতার সীমাহীন বাৎসল্য, কিন্তু আমার মন এ সকলে যেন তৃপ্ত নয়—কি যেন চায়—কোথায় যেন আমাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে চায়, বুঝিয়াও বুঝিতে-ছিলাম না। একদিন মনের কথা ধরা পড়িল। বহুকষ্টে অনেক বলিয়া কহিয়া মা ও বাবার নিকট হইতে বিদায় লইলাম। তাঁহারা কত কাঁদিলেন—কত কিছু বলিলেন—আমিও যে একেবারে অচঞ্চল রহিলাম তাহা নয়—কিন্তু আমার মন চলিয়াছে—সকল



দক্ষিণ আমেরিকার 'আরারা' ও 'প্যারাকুয়েট্' পাখী

বাধা বন্ধন, মায়া মমতার নিগড় ভেদ করিয়া। সে আমাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল—দূরে—বহুদূরে—বিদেশে কোন্ বিভূমে! সেখানে নাই কেহ পরিচিত—কোন দিন যাই নাই—কোন দিন সে জায়গা চোখে দেখি নাই। বার বার মনে পড়িতে লাগিল কবির সেই কথা কয়টী—

"কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই—"

তখন বসন্ত কাল। বৃক্ষে বৃক্ষে, লতায় লতায় নব পল্লব—নূতন মুকুল। নিসর্গ-রাণীর সে যেন এক অপরূপ বিলাস—যে দিকে চাওয়া যায় সেই দিকেই শ্যাম-শোভা! লাবণ্য যেন ঝরিয়া পড়িতেছে! মন উতলা হইল। ষ্ট্যাবরক্ নগরী হইতে ডেমেরারা আসিয়া কুইবো বনের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া কোথায় কি আছে, বিধাতা কত বিচিত্র সৃষ্টিতে এই সুরম্য কাননদ্বয়কে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন, দেখিয়া, নয়ন সার্থক করিবার জন্য হৃদয়ে এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাগ্রৎ হইল। দক্ষিণ আমেরিকার সি-ডিভ্যাণ্টের এক অংশ ডাচ্ গায়নার এই বনদ্বয়ের সম্পর্কে কত সুন্দর সুন্দর উপাখ্যানই না শুনিয়াছিলাম! দেখিয়া, বেড়াইয়া চক্ষু ও মন আজ চরিতার্থ হইবে। এতদিনের এত আকিঞ্চন আজ পূর্ণ হইবে—আমার মন যেন নাচিতে লাগিল। ময়ূর যখন মেঘ দেখিয়া পেখম ধরিয়া নাচে তখন বুঝি তাহার মনে এমনই

আনন্দ হয়! ওরলী বিষ এই বনে পাওয়া যায়—এই বিষ যদি সংগ্রহ করিতে পারি তাহা হইলেও পরম লাভবান হইব, এ



দক্ষিণ আমেরিকার 'আইভরি-গাছ'

আশাও যে মনে উঁকি-ঝুঁকি না দিতেছিল এমন নয়। ভ্রমণ করিতে করিতে যদি পর্তুগীজ্ গায়নার সীমান্ত দুর্গে পৌঁছিতে পারি এ ইচ্ছাও মনে রহিল। সেও ত এক কম লাভের ব্যাপার নয়।

হাঁটিয়া যাওয়া বড় কষ্টকর। সেই বন-বাদাড়ের মধ্যে পদব্রজের যাত্রীর বড়ই রৌদ্র ভোগ করিতে হয়। এ ত গেল দিনের কথা—রাত্রে মশার উপদ্রবে ঘুমাইবার উপায় নাই—একটুকুও চোখ বুজবার উপায় নাই—সমস্ত শরীরে বসন্তের দাগের মত দাগ হইয়া যায়!

অশ্বপৃষ্ঠে যাইব? কিন্তু তাহাও ত সম্ভব নয়। কারণ কিছুদূর পর্য্যন্ত গেলেও আর তেমন রাস্তা নাই। যাওয়া যায় কি করিয়া? জলপথে? সে পথেও ত বিঘ্ন আছে। তবে জল-পথে যাইতে যাইতে যখন উচ্চ-ভূমির নিকটবর্ত্তী হওয়া যাইবে তখন যদি হাঁটিয়া সেই উচ্চ-বন্যভূমি অতিক্রম করা যায় বা যেখানে যেখানে নদী আছে, সেই সেই নদীতে নৌকায় যাওয়া যায়, তাহা হইলেই সেই বিঘ্ন-সঙ্কুল বনদ্বয়ের মধ্যে ভ্রমণ সম্ভব। ডেমেরারার নদীর তৃতীয় দ্বীপটী অতিক্রম করিলে আবাদী জমি চোখে পড়ে। একটীর সঙ্গে অপরটীর কোন সংশ্রব নাই। মাঝে মাঝে বন। আবাদী জমির মধ্যে "লু" নামক স্থানই সর্ব্বশেষ স্থান। এখানে আকের চাষ হয়। এখানকার কৃষকেরা নিগ্রোজাতীয়। তাহাদিগকে এইস্থান ত্যাগ করিয়া অন্য জায়গায় যাইবার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে। তাহারা স্থান-ত্যাগ করিয়াছে। দেখিয়া মনে হইল, কয়েক মাসের মধ্যেই জঙ্গলে সমস্ত জায়গা ঢাকিয়া যাইবে। হয় ত চাষ-আবাদের কোন চিহ্নও থাকিবে না।

উপরে উঠিলাম—দেখিলাম, সেখানে "এমেলিয়া-ওয়ার্ড" বলিয়া একটী পান্থশালা রহিয়াছে। জনপ্রাণী নাই—স্থানত্যাগ

করিয়া সকলে চলিয়া গিয়াছে। আরও কিঞ্চিৎ দূর অগ্রসর হইলাম; এমন কোন স্থান দেখা গেল না যে স্থান দেখিয়া পথিকের মনে হইতে পারে যে এখানে কোন দিন আক বা কফির চাষ ছিল। একেবারে শূন্য—পতিত—ধূ ধূ বন!

এমেলিয়া-ওয়ার্ড হইতে নদীর উভয় তীরে বনের সারি চলিয়াছে। নদীর তীর বনে ঢাকা। মধ্যে মধ্যে দুই একটী কুঁড়ে ঘর দেখা যাইতেছিল। ঐ সকল ঘরে নিগ্রো জাতীয় দুই চারি জন লোক ছিল। চারিদিকেই শস্যহীন-ভূমি! এক কাঠুরিয়া একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং তাহার পালিত পশুদের চরিবার জন্য খানিকটা জমি পরিষ্কার করিয়া লইয়াছে।

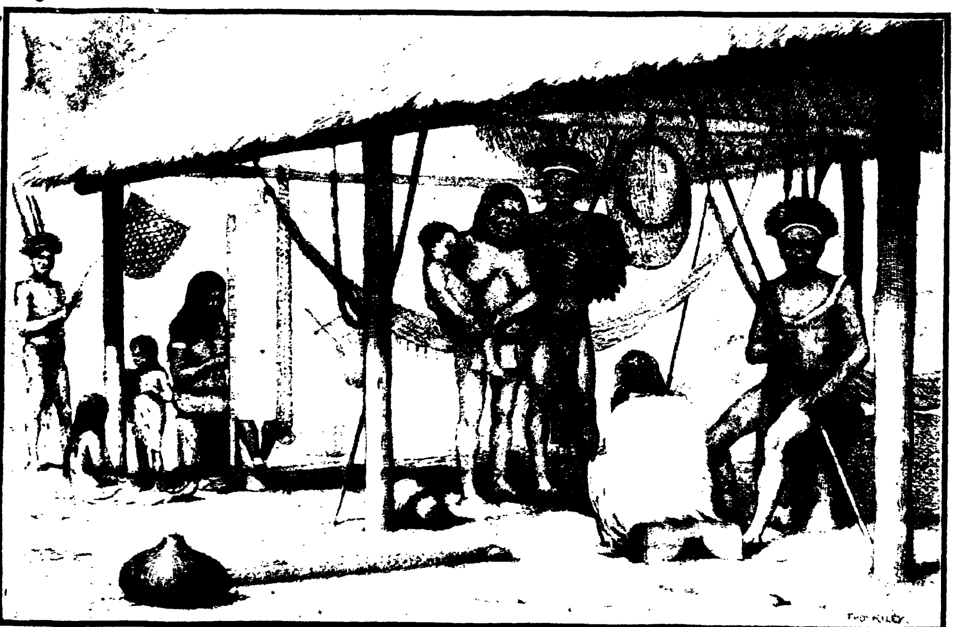
আরও অগ্রসর হইতে লাগিলাম। দুই-তিন ঘণ্টা সমভাবে হাঁটিলাম। সমভূমির পর সমভূমিই চলিয়াছে—আবার পাহাড়ের ঢালু স্থান; পাহাড়ের এক একটা অংশ যেন বাড়িয়া—হাত পা মেলিয়া—নদীতে নামিতে চেষ্টা করিতেছে। গাছগুলির দিকে চোখ পড়িল—দেখিয়া মনে হইল যেন, সেখানে চির-বসন্ত বিরাজমান। বসন্তের সঙ্গে গ্রীষ্ম ও হেমন্ত যেন মিশিয়া এক অপূর্ব্ব লাবণ্যের হিন্দোল চলিয়াছে।

পাহাড়ের ঢালু অংশের দিকে চাহিয়া চোখ জুড়াইয়া গেল। কত রং-বেরংয়ের—কত মনোহর—হরিৎ, পাটল বর্ণের পল্লবে, পত্রে সুসজ্জিত। প্রকৃতি যেন লীলাচ্ছলে, পাতায় পাতায় রংয়ের খেলা খেলাইয়াছেন। শাখা ফলভরে অবনত হইয়াছে। কত বৃহৎকায় বৃক্ষের বীজ সেই সকল ফলে নিহিত রহিয়াছে!

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, কতকগুলি গাছের মাথায় পাতা নাই। বজ্রের আঘাতে পুড়িয়া, ভস্ম হইয়া, কেশবিহীন ও মুণ্ডিত মস্তক মানুষের মত উহারা দাঁড়াইয়া আছে। মনে হইতে লাগিল যেন উহারা আমাকে বলিতেছে—ওগো! তুমি ভাবিয়া দেখ, জগতের কিছুই চিরস্থায়ী নয়—কাহারও জীবন ও যৌবন—কাহারও রূপ ও সৌন্দর্য্য চিরকাল সমান থাকে না। আমাদেরও একসময়ে যৌবন ছিল—তুমি যদি আগে আসিতে আমাদের সে সৌন্দর্য্য, সে শোভা, সে লালিত্য, সে মাধুর্য্য দেখিয়া বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া থাকিতে। আমাদের সে সুখের দিন চলিয়া গিয়াছে। কাহারই বা থাকে বল? কোথায় সেই যদুপতির অধিকৃত মথুরাপুরী, কোথায় সেই রামচন্দ্রের অযোধ্যা? দেখ পথিক! যখন আসিয়াছ, আমাদিগকে দেখিতেছ, তখন মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া যাও—

'প্রভাত-অধরে হাসি, সন্ধ্যার মলিন মুখ,
উদ্যম ফুরা'য়ে যায়, ভাঙ্গে আশা, ঘোচে সুখ।'

ভাবিতে ভাবিতে আরও অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম, বড় বড় সব পাহাড়—নদীর ধারে ধারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—যেন তৃষিত ও পিপাসার্ত্ত; জল পানের নিমিত্ত জলে অবতরণ করিতেছে। পাহাড়ের প্রস্তরগুলি মসৃণ। জলের স্রোত অনবরত উহাদের গাত্রে ঘর্ষণ করিতে করিতে উহাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন, বিদীর্ণ ও অসমান করিয়াছে।



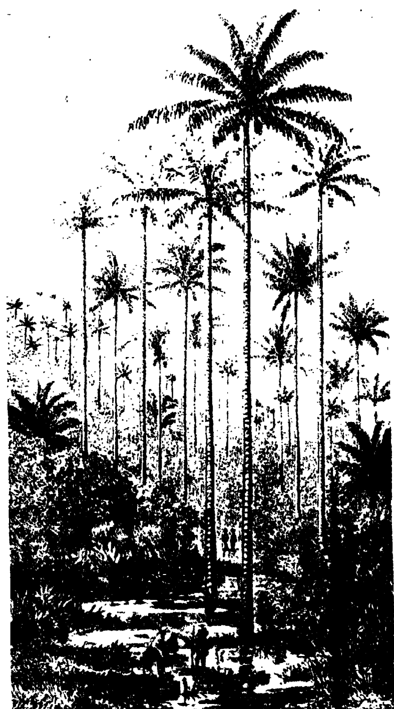
আমেরিক আদিম বাসী রেড্-ইণ্ডিয়ানগণ

মধ্যে মধ্যে এক আধটু মাটি—আবার বড় বড় প্রস্তরখণ্ড—দেখিলে কত কথাই না মনে হয়। কফি গাছ যেখানে জন্মিয়াছে সেখানে অনেকগুলিই রহিয়াছে। এইরূপ এক পাহাড়ের উপরে দেখিলাম, একজন ফাঁড়িদারের বাড়ী। সেই দেশের শাসন কর্ত্তা তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। ফাঁড়িদার সেখানকার অধিবাসী; রেড্-ইণ্ডিয়ানদের (Red Indian) মধ্যে কে কি করে তাহা সে জানাইয়া থাকে; সন্দিগ্ধ কোন লোক নদীপথে গমনাগমন করিলে সে তাহা লক্ষ্য করে।

এখানে যে সমস্ত রেড্-ইণ্ডিয়ান্ আছে তাহারা একত্র হইলেই উৎসব আরম্ভ হয়। নবাগত কেহ উপস্থিত হইবামাত্র পরম বিস্ময়-সহকারে তিনি দেখিতে পাইবেন যে সেই আদিম অধিবাসীরা তাহাদের দেশীয় গীত গাহিয়া নাচিতে থাকে এবং দেশীয় প্রথামত নানা রংয়ে নিজেদের দেহ রঞ্জিত করিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করে। উহারা তীর ছুঁড়িলে, একটী তীরও ব্যর্থ হয় না। বিষাক্ত সেই তীর তাহাদের তূণীর হইতে ধনুতে সংলগ্ন হইয়া একবার নিক্ষিপ্ত হইলে আর রক্ষা নাই। লোহিতবর্ণ অসভ্য জাতীয় আদিম অধিবাসী ও আফ্রিকার ঘোর কৃষ্ণবর্ণ অধিবাসীর মত লোকগণকে এই স্থানে সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। দিন-রাত উহারা প্রাণ খুলিয়া হাসিতেছে, খেলিতেছে, বেড়াইতেছে; সজীবতা, সরলতা ও সরসতা যেন উহাদের প্রতি কার্য্যে—প্রতি কথায়—প্রতি ইঙ্গিতে বিচ্ছুরিত হইতেছে।

এই ফাঁড়ি হইতে আরও দূরে অগ্রসর হইলাম কিন্তু সেখানে

আর কোন লোকের বসতি দেখিতে পাইলাম না। শ্বেতকায় বা



'ওয়াক্স-পাম' গাছ

সেই অঞ্চলের স্বাধীন নানা বর্ণের লোক কাহারও সহিত আর আমার সাক্ষাৎ ঘটিল না।

পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম যে এই সুবৃহৎ বনে না জানি কতই বড় বড় গাছ-গাছড়া দেখিতে পাইব কিন্তু ছয় গজের অপেক্ষা বেশী বেড়ের কোন গাছ আমার চক্ষে পড়িল না। গাছগুলির সেখানে মোটা হইবার উপায় নাই কারণ তাহা হইবার পূর্ব্বেই সেগুলিকে কাটিয়া ফেলা অথবা আগুন দিয়া পোড়ান হইয়া থাকে।

আকারে বড় না হইলেও গাছগুলি লম্বায় নিতান্ত অল্প নহে। যদি কোন পথিক বা পর্য্যটক, "মোরা" নামক বৃক্ষের গর্ব্বোন্নত অত্যুচ্চ অগ্রভাগ দর্শনের জন্য ক্ষণকাল সেই স্থানে অপেক্ষা না করেন তাহা হইলে তাঁহার বৃথাই ওখানে যাওয়া—বৃথাই সকল কৌতূহল। মোরার এই অত্যুন্নত শীর্ষদেশের যখন পত্র-সকল বয়োধর্ম্মে স্খলিত হয়—দৈব দুর্ঘটনায় যখন উহাদের অগ্রভাগ শুকাইয়া যায় তখন টৌকান (Toucan) পাখী ঐ সমস্ত স্থলে বসিয়া কতই না আনন্দ অনুভব করে; কারণ, এই বিচিত্র পাখী অত উচ্চে বসিয়া থাকিলে শিকারীরা ঐ সময় বন্দুকের গুলি ছুঁড়িলেও উহা তাহাদের গায়ে লাগে না। কত উঁচু সেই গাছের মাথা !

বিস্তীর্ণ এই বনের বৃক্ষসমূহ মানুষের কত কাযে লাগে। গাছগুলি যেন বনের সুশোভন অলঙ্কারের মত। এখানকার সব গাছের সম্বন্ধে যদি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়াও বলা যায় তাহা হইলে উহাতে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ হইতে পারে।

এখন, "গ্রীণ-হার্ট" বৃক্ষের কথা বলিতেছি। এই গাছ খুব শক্ত—সহজে ভাঙ্গে বা নষ্ট হয় না। "হ্যাকিয়া" গাছ দেখিয়া

বিস্মিত হইয়া গেলাম। কি শক্ত কাঠ! দেশে মেহগনী গাছ দেখিয়াছিলাম। এখানে দেখিলাম "তুকালা বালী." মেহগনীর অপেক্ষাও উহা চমৎকার। আব্‌লুস বা ইবনী এবং "লেটার-উড্" বলিয়া এক বিচিত্র গাছও দেখিলাম। "লোকাষ্ঠ্" গাছে



দক্ষিণ আমেরিকার জাগুয়ার, টেপীর ও হরণ্ড-স্কিমার

বার্নিশ্ প্রস্তুতের জন্য এক প্রকার ধূনা জাতীয় জিনিষ জন্মে। "আয়াওবা" গাছ হইতে সুরভি ধূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেখানে চাষ আবাদ চলিতেছে সেখানে এই সব গাছ দেখিলাম। আবার সাবা শৈলেও ঐ সমুদয় দেখা গেল। প্রায় সকল স্থানেই নানা

জাতীয় কত সুন্দর সুন্দর গাছ! ডাচ্ গায়নার সর্ব্বত্র প্রকৃতিরাণী গাছ ও লতা পাতা দিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন। আপেল গাছের মত "ফিগ্" গাছে এক একটা বনের সৃষ্টি করিয়াছে। সেখানে নানা জাতীয় পাখী বসিয়া, মনের আনন্দে ঐ সকল সুমিষ্ট পক্ক ফল ভক্ষণ করিতেছে আর গান গাহিতেছে। "বুস্ রোপ্" বা দড়িগাছ নামে এক রকম গাছ দেখিলাম। ঐগুলি দিয়া স্থানীয় লোকেরা ভারী ভারী কাঠ ঠেলিয়া তোলে বলিয়া শুনিলাম। এ গাছ ডেমেরারা ভিন্ন অন্যত্র তেমন দেখা যায় না। বড় বড় গাছের গায়ে মানুষের দেহের মত মোটা মোটা এই গাছগুলি কার্ক-স্ক্রুপের (Cork-Screw) মত জড়াইয়া ইহাদের মাথা সেই আশ্রিত গাছগুলির উপর বাড়াইয়া দিয়াছে। কতকগুলি আবার নীচের দিকে বট গাছের ঝুরির মত, মাটি পর্য্যন্ত নামিয়াছে। গাছের নীচে একটাও ঘাস দেখিতে পাইলাম না—একেবারে পরিষ্কার —কেবলমাত্র দু' একটা ঝোপ্‌ড়া ও ছোট ছোট গুল্ম। গাছের পাতা ও মরা গাছ পড়িয়া পচিয়া থাকে এবং এইজন্যই বোধ হয় এখানকার মাটির উর্ব্বরা-শক্তি এত বেশী।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। চারিদিকে নানা-রকমের জানোয়ারের দল। ভীত যে না হইলাম তাহাও নহে, কিন্তু জানোয়ার দেখিবার কৌতূহল বিশেষ বলবান্ হইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম—

"অয়ি সন্ধ্যে! কি সুন্দর প্রকৃতি তোমার।
পুণ্য, প্রেম, দয়া, ভক্তি হৃদে প্রবাহিত,

ধাবিত মানব প্রাণ স্বর্গ অভিমুখে ;
ভীত, ত্রস্ত পরাণেও বাড়ায় সাহস,
নিবেদিতে বিভুপদে আকুল কামনা :
নিজগুণে প্রেমময় পূরান্ বাসনা।"

কোথায় ছিল এতক্ষণ উহারা লুকাইয়া ? এতক্ষণ দিবালোকে উহাদের সামান্য পদ-চারণও ত শুনি নাই। আঁধারের জীব উহারা—আঁধারেই আহারীয় সংগ্রহ করে—আঁধারেই এ উহাকে মারিয়া খায়। কি বিকট শব্দ! আমার পরিধেয় বস্ত্রাদি বিশেষ-ভাবে পরিধান করিয়া একটী ঘন পত্রপল্লবাচ্ছাদিত উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া উহার শাখায় স্থির হইয়া বসিলাম। আমি সমস্তই দেখিতে লাগিলাম কিন্তু আমাকে কোন জানোয়ারই দেখিতে পাইল না। রাত্রে আর নামিব না—গাছেই রাত্রিবাস করিব—দেখিব কি কি জানোয়ার—কত জানোয়ার যাতায়াত করে—কোন্‌টা কি করে। মস্ত বড় একটা সুযোগ পাইলাম বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

দিনের বেলায় দেখিয়াছিলাম দলে দলে "পেকারী" বা শূকরাকার চতুষ্পদ জন্তু চড়িয়া বেড়াইতেছে। শুনিয়াছিলাম, এই জন্তু দক্ষিণ আমেরিকার নিজস্ব এবং যখন ইহারা এখানকার বনে বাহির হয় তখন এক এক দলে থাকে তিন-চার শত করিয়া। ঐ সময় সারা বন খুঁজিয়া তাহারা তাহাদের প্রিয় কোন গাছের বা কোন ফলের বীজ বাহির করে ও মনের আনন্দে ভক্ষণ করে। ঐ অঞ্চলে যে সকল রেড্-ইণ্ডিয়ানেরা বাস করে, তাহারা এই

সময় বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করিয়া উহাদিগকে বধ করে। তীরের আঘাতে পেকারীরা কিছুদূর পর্য্যন্ত—পঞ্চাশ বা একশত পা গিয়া, এদিকে ওদিকে ঘূরিয়া, শেষে পড়িয়া মারা যায়। রেড্-ইণ্ডিয়ানেরা উহাদের মাংস খায়। লাল রংয়ের বানরের কিচ্ কিচ্ শব্দ অনেকবার শুনিয়াছিলাম। কটা রংয়ের বানর, "বীসা," "স্যাকা উইঙ্কী" প্রভৃতিকে এক গাছ হইতে অন্য গাছে লাফাইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতেও দেখিয়াছিলাম।

তাহাদের সেই বিচিত্র গতি ভঙ্গীতে দর্শক-মাত্রই মহা-আনন্দ অনুভব করেন। রেড্-ইণ্ডিয়ানগণের নিকট শুনিয়াছিলাম যে ওখানে "পোল্-ক্যাট্" বলিয়া এক জাতীয় খেঁক-শিয়াল আছে; সেগুলি তাহাদের পালিত মোরগ, হাঁস প্রভৃতির উপর ঘন ঘন আক্রমণ করিয়া যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া থাকে। তৎস্থানবাসী রেড্-ইণ্ডিয়ানগণ "ওপোসাম্", "ওয়ালা", "স্যালেম-পেণ্টা" প্রভৃতি মারিয়া খাইয়া থাকে।

লম্বা ও ঝোপ্ড়া লেজওয়ালা ছোট ও বড় "এণ্টবেয়ার"গুলিকে ঝাঁকে ঝাঁকে বন-পিপীলিকা বা "উড্-য়্যাণ্টের" বাসার উপর দিনের বেলায় দেখিয়াছিলাম। এগুলিকে অন্য কোথাও দেখা যায় না; ইহারা এখানকারই বিশিষ্ট-প্রাণী। "আর্মাডিলোস্", "পরকুপাইন্" বা সজারুগুলিকেও আমার কাছ দিয়া ঘূরিতে দেখিয়াছিলাম।

এখানে "শ্লথ্" বলিয়া এক বিচিত্র জীব দেখিলাম। ইহারা মোটা মোটা পাতা খায়, কি বিশ্রী ইহাদের চেহারা! অষ্টপ্রহর

ইহারা করুণস্বরে চীৎকার করিতেছে—কাহারও কোন অনিষ্ট করে না। ইহাদের চারিটী পাকস্থলী, পায়ে তালু বলিয়া কোন কিছুই নাই ; পায়ের আঙ্গুলগুলি উহারা স্বতন্ত্রভাবে নাড়িতে পারে না। ইহাদের গায়ের লোমগুলিও চমৎকার—মোটা—দেখিলে



শ্লথ্

মনে হয় যেন শীতের বাতাসে কতকগুলি ঘাস মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। পা-গুলি ছোট, কোন অঙ্গের সঙ্গে যেন পায়ের কোন সংস্রব নাই। শুনিয়াছি হাতীর চল্লিশটী পাঁজরা আছে। এগুলির কিন্তু দেখিলাম ছ'চল্লিশটা পাঁজরা। থাবাগুলি অদ্ভুতভাবে গঠিত—বেজায় লম্বা লম্বা।

মনে পড়িতেছিল কতকগুলি অদ্ভুত, নানা বর্ণের পাখীর কথা। প্রকৃতি যেন এই পাখীগুলির দেহে তাঁহার বর্ণ-সৃষ্টির কৌতূহল পূর্ণ করিয়াছেন। কত রং বেরংয়ের পাখী! স্কার্লেট্ রংয়ের "কারলিউ", "আরারা", "ক্রাব্রিয়ার", "স্যান্ড পাইপার", "প্লভার", "স্পুল্‌রিল্", "ফ্লেমিঙ্গো", "প্যারাকুয়েট্" প্রভৃতি পাখী দেখিয়া কতই না আনন্দ হয়! ফলের গাছে দেখিলাম "পাই", "গ্যালিনাসিয়াস্", "কলাম্বাইন্", "ল্যাসেরিন্" ঝাঁকে ঝাঁকে বসিয়া আছে। এক স্থানে দিনের বেলায় ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিলাম, একটা ছাগল পড়িয়া রহিয়াছে—একটা বাঘ মারিয়াছে। বোধ হয় কাহারও নিকট হইতে তাড়া পাইয়া ও ছাগলের রক্ত না খাইয়াই বাঘটা মাটির উপর বড় বড় থাবার দাগ রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে। কতকগুলি শকুনি আসিয়া দল পাকাইয়া বসিয়া রহিয়াছে—মতলব ঠিক করিতেছে—আর কতকগুলি ছাগলটাকে ছিঁড়িয়া, ঠোক্‌রাইয়া খাইতেছে; বিকট শব্দে সে স্থানটীকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে—পরস্পর মারামারি করিতেছে—একজনকে তাড়াইয়া অন্যে খাইবে সেইজন্য যেন মহাব্যস্ত।

দিনের বেলায়, সেই গভীর অরণ্যে একজন লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; সে আমাকে জানাইল যে এখানে এক রকম রক্ত-শোষা বাদুড় বা "ভ্যাম্পায়ার" আছে, সেগুলি নাকি বড় মারাত্মক। সন্ধ্যার আঁধার নামিতে না নামিতেই উহারা গাছের ফাটল হইতে বাহির হইয়া খাদ্যান্বেষণে ধাবিত হয়। নদী ও জলাশয়ের তীরে তীরে ঘুরিয়া বেড়ায়। যে সমস্ত লোক

ঘটনাক্রমে তাহাদের কবলে পতিত হয় তাহারা কিছুতেই বুঝিতে পারে না যে কখন এই রক্ত-শোষারা তাহাদের রক্ত শুষিয়াছে—পোষাক-পরিচ্ছদ রক্তাক্ত হইয়া যায়। কেবল মানুষ কেন, উহাদের হাতে পশুদেরও রক্ষা নাই। এই নৈশ অস্ত্র-চিকিৎসক কি আশ্চর্য্য



দক্ষিণ আমেরিকার রক্ত-শোষা বাদুড় বা 'ভ্যাম্পায়ার'

প্রণালীতেই যে রক্ত-শোষণ করে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যে সমস্ত নিদ্রিত জীব-জন্তুর রক্ত উহারা শোষে তাহাদের ঘুম-ভাঙ্গা ত দূরের কথা, আরও গভীরভাবে তাহারা ঘুমাইয়া পড়ে। আমাদের দেশের বাদুড়ের চেয়েও এরা বড়। বড় রক্ত-শোষা ছাড়া আরও একটু ছোট এক জাতীয় রক্ত-শোষা এই

ডেমেরারা অঞ্চলে দেখা যায়। পাখা মেলিলে, এক পাখা হইতে আর এক পাখা পর্য্যন্ত উহাদের বিস্তৃতি দুই ফিটের বেশী নয়।

সরীসৃপ শ্রেণীর মধ্যে দেখিলাম যে প্রায় সকলগুলিই বড় বড়। পাহাড়ের ফাটলে অথবা জলা জায়গায় সেগুলি বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। "ক্যানাল্-নাম্বার-থ্রি" নামক একটা জায়গায় "র‍্যাট্‌ল-স্নেক্" নামক এক জাতীয় সাপ দেখিলাম। সন্ধ্যার পর গাছের ডালে বসিয়া থাকিবার সময় মনে হইয়াছিল যে এই সাপের একটা যদি এই গাছে উঠে এবং আমাকে কাম্‌ড়াইয়া দেয় তাহা হইলে কি হইবে? যে রেড্-ইণ্ডিয়ানটীর সঙ্গে দিনের বেলায় আলাপ হইয়াছিল সে বলিয়াছিল, 'ক্যামৌডী' বলিয়া এক রকম সাপ আছে, সেগুলি ৩০।৪০ ফিট্ লম্বা। বিষ নাই বটে কিন্তু যে সকল জন্তু-জানোয়ার সেগুলির কাছ দিয়া যাতায়াত করে তাহাদের বড়ই বিঘ্ন জন্মায়। 'স্প্যানিয়ার্ড' বলিয়া এক অদ্ভুত চেহারার সাপ আছে; 'অরুশোকা' নামক স্থানে সেগুলি থাকে এবং প্রায় ৭০।৮০ ফিট্ লম্বা হয়। বড় বড় জংলি-পশুকে সেগুলি মোচ্‌ড়াইয়া মারিয়া ফেলে। এই ভীষণ সাপগুলিকে সকলে নাম দিয়াছে 'ম্যাটা উরো'। স্থানীয় ভাষায় এই ম্যাটা উরোর অর্থ হইতেছে, 'ষাঁড়-মারা'।"

ঐ লোকটী "হুইপ" নামে আর একজাতীয় আশ্চর্য্য সাপের কথা বলিয়াছিল। সবুজ রংয়ের সে সাপগুলো, দেখিতে যেন এক একটা প্রবালের মত। প্রবালের উপর কাল ও লাল রংয়ের দাগ দিলে ঐগুলি যেমন দেখিতে হয় ইহাদের পা-ও তদ্রূপ। এক

ঝোপ হইতে অপর ঝোপে যখন উহারা গড়াইতে গড়াইতে গমনাগমন করে তখন উহাদের হাতে তুলিয়া লওয়া যায়। ইহারা কাম্‌ড়ায় না বা কোনরূপ অপকারও করে না। মেটে রংয়ের "ল্যাবারি" সাপ আর একটা অদ্ভুত-প্রাণী। মাটির ও সাপের রংয়ে কোনই পার্থক্য বোঝা যায় না। আট ফিট্‌ পর্য্যন্ত এগুলি লম্বা হয়। দংশন করিলে অল্প কয়েক মিনিটেই ইহার বিষক্রিয়া সাঙ্ঘাতিক হইয়া দাঁড়ায়। "কৌনাকৌচী" সাপ বনের রাজার মত নির্ভয়ে বেড়াইয়া বেড়ায়। মানুষ বা পশু তাহাদিগকে দেখিয়া সভয়ে পলায়ন করে। ভয়ানক বিষধর এই সাপগুলি। এগুলিকে সাধারণতঃ চৌদ্দ ফিট্‌ পর্য্যন্ত লম্বা হইতে দেখা যায়। শুনিলাম, নদীর জলে দুই ফিট্‌ হইতে বার ফিট্‌ পর্য্যন্ত লম্বা একজাতীয় সাপ ভাসিয়া বেড়ায়; জলের উপর উহারা মাথা তুলিয়া, লুকাইয়া থাকিয়া, ঘোরাঘুরি করে এবং ইহাদের নাম "ক্যাম্যান্‌"।

দক্ষিণ আমেরিকার এই বিচিত্র প্রাণী-রাজ্যের কথা শুনিয়া হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। এত বিভীষিকাময় স্থানে—রাত্রে কেবলমাত্র গাছের ডালে ঝুলিয়া—প্রতি মুহূর্ত্তে জীবনের আশঙ্কা লইয়াও আমার কৌতুহলী মনে তেমন কোন দুঃখ হয় নাই। সারাদিন ঘুরিয়াছিলাম—সঙ্গেও যথেষ্ট খাদ্য ছিল —খাইয়াছিলামও খুব—রাত্রে ঘুম আসিতে লাগিল, কিন্তু ঘুমাইলে যে কিছুই দেখিতে পাইব না! যতক্ষণ সন্ধ্যা হয় নাই ততক্ষণ অবধি দেখিয়া-শুনিয়া কৌতুহলের অবধি ছিল না। রাত্রে আবার রাত্রিচরদিগকে দেখিব, সে কি কম আনন্দ! জীবনে

ত কতই ঘুমাইয়াছি—যে কয় বৎসর বয়স হইয়াছে তাহার অর্দ্ধেক গিয়াছে ঘুমে—দেখি নাই সেই সময় কিছুই—আজিকার এই শুভ-রাত্রেও কি ঘুমাইব? না—না—তাহা হইবে না। কিন্তু ঘুম ত বারণ মানে না—চোখ যে বুজিয়া আসে—চাহিতে পারিতেছি না—শরীরে এ কি ক্লান্তি!



এমাজন্ নদীর স্রোতে আনীত বৃহৎ বৃক্ষ ও কুমীর সকল

মনের বলে দেহেও বল আসে—দেহেরও উত্তেজনা জন্মে। ঘুমাইব না—কিছুতেই ঘুমাইব না বলিয়া দৃঢ়—সুদৃঢ় পণ করিলাম। নিস্তব্ধ—কোন সাড়া নাই, শব্দ নাই। মনে পড়িতে লাগিল

একে একে দিনের সকল দেখা জীব-জন্তু, জানোয়ার, গাছপালা, লতা-পাতার কথা।

এই ডেমেরারা কি বিচিত্র স্থান! দ্বিপ্রহরে সেই বনের মাঝখানে লোকটীকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিয়াছিল, "ঐ যে শব্দ শুনিতেছেন—ঐ শব্দ করিতেছে 'ম্যাম্' বা 'টিনামৌ'। কি সুদীর্ঘ— কি বিষাদ-ভরা বাঁশীর করুণ তানের মত সেই ধ্বনি"! "টৌকানের" শব্দ, "পি-পি-ও" পাখীর কর্কশ ডাক মাঝে মাঝে শুনা যাইতেছিল। "ক্যাম্পানেরো"র শব্দে কোন পথিক অন্যমনস্ক থাকিতে পারে না। তিন মাইল দূর হইতে শুনা যায় সেই বিকট-ধ্বনি। গির্জ্জার ঘণ্টার শব্দের মত ৪।৫ মিনিট পরে পরে এই বরফের মত শাদা পাখীর কর্কশ কণ্ঠধ্বনি দূর হইতে বায়ু তরঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া কাণ ঝালা-পালা করিতেছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, প্রভাতে ছয়টা হইতে নয়টার মধ্যে সব পাখীর চেঁচামেচি শুনিয়াছিলাম; যেন সকলে বনে একটা ডাকাডাকি করিয়া, কে কোথায় কি করিতে যাইবে ঠিক করিয়া লইল। তাহার পর সমস্ত বনের মধ্যে আর তেমন চেঁচামেচি নাই। এগারটা হইতে তিনটার মধ্যে সকল স্থানে দ্বিপ্রহর রজনীর ন্যায় একেবারে গম্ভীর—একেবারে নিস্তব্ধ বোধ করিয়াছিলাম। ক্যাম্পানেরো আর পি-পি-ওর ডাক ভিন্ন অন্য কোন পাখীর ডাক তখন শুনি নাই। যখনকার কথা বলিতেছি তখন গ্রীষ্মকাল। প্রখর রৌদ্র—সূর্য্যদেব যতই খরতর কিরণ ঢালিতেছিলেন ততই পাখীরা অস্থির হইয়া উঠিতেছিল— শরীরে যেন উহাদের আর সেই তাপ সহ্য হইতেছিল না। সেই

প্রভাতে উহারা একে একে যথাসম্ভব খাইয়া বনের যে অংশে ঘন-পাতাওয়ালা গাছপালা—অপেক্ষাকৃত শীতল ছিল সেই অংশে উড়িয়া, চলিয়া যাইয়া, রৌদ্র হইতে আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছিল; সন্ধ্যার শীতল বাতাস বহিলে—সূর্য্যের তেজ মন্দীভূত হইলে—আবার নিজেদেব বাসায় ফিরিয়া আসিবে।

রক্তশোষা-বাহুড়, "গোট্-সাকার" বা ছাগল-শোষক সারাদিন তাহাদের সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কোটরে বাস করিয়া, অনাহারে থাকিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাহিরে আসিতেছিল। কত বিচিত্র রকমের ভেক্—কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছিল তাহাদের সেই কর্কশ শব্দে। পেচক, গোট্-সাকার প্রভৃতি সারারাত্রি যেন খাবারের জন্য কাঁদিয়া বেড়াইতেছিল। কোথায় পাইবে খাদ্য সেই আঁধারে—সেই অরণ্যে? কিন্তু পেট তাহা শুনে না—খাদ্য যেমন করিয়াই হউক জোগাড় করিতেই হইবে। যে সব পোকা, মাকড় উড়িয়া যাইতেছিল অথবা ছোট ছোট সরীসৃপ মাটি দিয়া যাইতেছিল তাহাদের ধরিয়া উহারা খাইতেছিল—যে কোন উপায়ে উদর-পূর্ত্তি করিতেছিল। কাহাকে মারিয়া কে খায়—কি কাণ্ড!

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে—বেলা তখন পড়িয়া আসিয়াছিল—শুনিয়াছিলাম সেই রেড্‌মাঙ্কীর বা লাল বানরের করুণ কণ্ঠস্বর। যেন কতই বিপদে পড়িয়াছে উহারা। "হাউটাউ" পাখীর সেই ঘন বনের অভ্যন্তর দেশ হইতে আগত হাউটাউ, হাউটাউ শব্দ যেন সন্ধ্যার আরতির ঘণ্টা-ধ্বনির মত কাণে বাজিতেছিল। প্রভাতে শুনিয়াছিলাম ম্যাম্ পাখীর শব্দ; "বোর্ট-বিল্", "প্যাটাকা"

"ম্যারৌরী"র কণ্ঠ-ধ্বনিতে বুঝা যাইতেছিল যে উহারা পূর্ব্বাকাশে উড়িতেছে। স্ব স্ব কণ্ঠস্বরে "প্যারট্" ও "প্যারোকুয়েট্" নিজেদের আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছিল।

গাছ হইতে শুনিতে লাগিলাম বন্য ঝিঁঝিঁর বিকট ও একঘেয়ে শব্দ। "বেটে-রৌরা" সংখ্যায় যে কত তাহার ঠিক ছিল না।



গাছের ডালে বসিয়া আছে দক্ষিণ আমেরিকার 'বোট্-বিল্', মাটিতে শুইয়া ম্যানেটি, লম্বা-পা ও দীর্ঘ-চঞ্চু জ্যাবিরু এবং গাছের মধ্যে ক্যাপিবারা

এই পোকাগুলি মানুষ, পশু-পাখী প্রভৃতিকে বিশেষ বিরক্ত করিয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এখানে—এই ডেমেরারার তৃতীয় দ্বীপ পার হইবার পর আর তেমন মশক ও "স্যাণ্ড্ফ্লাই" দেখা গেল না।

"হেনাকোই", "রেন্", "থ্রাস্" প্রভৃতি পাখীর শব্দ শুনিতে লাগিলাম। কেন যেন আমার মনে সহসা ভগবানের কথা জাগ্রত হইয়া উঠিল। স্বপ্নাবিষ্টের মত বারংবার মনে হইতে লাগিল যেন পাখীগুলি সেই বিশ্ব-রচয়িতার গুণগান করিতেছে আর আমাকে বলিতেছে, "তুমিই শুধু রইলে বাকী ?" সেই জন-মানবহীন নিঃসঙ্গ অরণ্যে ভূচর আমি, বৃক্ষারোহী হইয়াছি—শূন্যে দোদুল্যমান হইয়া রহিয়াছি। বিধাতার অপূর্ব্ব রচনা, নানা কৌশল এবং তাঁহার সৃষ্ট সেই বিবিধ-বিচিত্র পশু-পক্ষী ও কীট-পতঙ্গ দর্শন করিয়া কত ভাব-তরঙ্গে যে তরঙ্গায়িত হইতে থাকিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই। মনে পড়িতে লাগিল সেই গানটী—

"দ্বীপ জেগে ওঠে পাথার-জলে তোমার চরণ-ছন্দে,
নীচে গাঙ্-চিল সিন্ধু-কপোত তোমারি সুরে আনন্দে।
মুকুতা কাঁদিছে হার হ'তে ওগো তোমার বেণীর বন্ধে,
মলয়ে শুনেছি তোমার বলয়-চুড়ির রিণিঠিনি॥
সাগর-সলিল হয়েছে সুনীল তোমার তনুর বর্ণে
তোমার আঁখির আলো ঝলমল দেবদারু-তরু-পর্ণে
ঐ অস্ত-তপন হ'য়েছে রঙ্গীন তোমার হাসির স্বর্ণে
শঙ্খ-ধবল বেলা ভূমে খেল সাগর-নটিনী॥"

গাছের উপর বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম। চারিদিকে অন্ধকার—নীচে জানোয়ারের দল কিল্‌বিল্ করিতেছে ; গাছে যদি কোনটা উঠে ? কত রকম সে সব প্রাণী ! জানিনা কাহার হাতে, কখন

কি ভাবে, প্রাণ যাইবে—কি ভীষণ এ স্থান! সহসা দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া ডাকিয়া উঠিল কয়েকটা পেঁচক: কি বিশ্রী উহাদের গলার শব্দ! মোটেই ভাল লাগিতেছিল না—এক একবার বেজায় রাগ হইতেছিল—যদি সম্ভব হইত তাহা হইলে তীর ছুঁড়িয়া মারিয়া ফেলিতাম। হাতে তীর-ধনুক ছিল না; সেই 'রেড্-ইণ্ডিয়ান্' বন্ধুটীকে যদি বলিতাম সে হয়ত সাথী হইত, তাহা হইলে পেঁচকগুলি এত বিরক্ত করিতে পারিত না; কিন্তু অসহ্য হইলেও আমাকে সহ্য করিতেই হইবে, কোন উপায় নাই। মনে হইল কবি ওভিডের সেই কবিতা। ওভিড্ বলিয়াছেন, "এক সময়ে এই পেঁচকদের বড় রূপ ছিল; রূপের গরবে তাহারা নিন্দা করিয়াছিল অন্য যত সব মানুষকে। পুরাকালের 'আফ্রিকান্' ও 'রেড্-ইণ্ডিয়ান্' ক্রীতদাসগণই ছিল এই পেঁচকদের পূর্ব্ব-পুরুষ। তাহাদের অহঙ্কার ও গর্ব্বের জন্য ভগবান্ তাহাদের এই বিকট-মূর্ত্তি ধারণ করাইয়াছেন এবং সেইজন্য এই বিকট-শব্দে মানুষকে জ্বালাতন করিতেছে। সারারাত ইহারা চীৎকার করে, 'হুইপ্-পুওর-উইল', 'উইলী-কাম-গো'। কি বিকট শব্দ।" অত্যাচারীদের উপর প্রতিহিংসা লইবার জন্যই যেন এই কর্কশ-কণ্ঠ পেচকগণ সারারাত্রি—চন্দ্রালোকে বসিয়া—তাহাদের বাড়ীর নিকটে এমন বীভৎস চীৎকার করিতে থাকে। তাহা করুক্, কিন্তু আমার যে আর সহ্য হইতেছে না। এখন কি করি? পট্ পট্ করিয়া কাণের কাছ দিয়া উড়িয়া যাইতেছিল আর ডাকিতেছিল! দেখিলাম অনেক, শিখিলামও অনেক। পারি ত সময়ান্তরে সব

বলিব। এক রাত্রে যাহা দেখিলাম, তাহা সারা-জীবনেও দেখি নাই—নানা বিষয়ের এত ভাবনা সারা-জীবনে কখনও ভাবি নাই। একবার মনে হইল—কেন জানি না—কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সেই "খাঁচার পাখীর" গানটা। খাঁচার পাখী ছিলাম আমি, আসিয়াছি এই মুক্ত পাখীদের কাছে। মিলিতে পারিতেছি না কিছুতেই ইহাদের সঙ্গে। অথচ মিলিতে ইচ্ছা হইতেছে—

"ছু'জনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারি,
বুঝাতে নারি আপনায়।
ছু'জনে একা একা ঝাপটি মারি পাখা
কাতরে কহি, কাছে আয়॥"

আবার ভাবিতেছিলাম এমন কোন এক স্থানে—এমনই কোন ভাবে পড়িয়া—রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছিলেন কি না—

"আমি একলা চলেছি এ ভবে।
আমার পথের সন্ধান কে কবে?"

কিন্তু তিনি ত সাহস হারান নাই—আমিই বা কেন হারাইব? মনে পড়িল সেই গানের শেষের পংক্তিগুলি—

"ভয় নেই, ভয় নেই,
যাও আপন মনেই,
যেমন, একলা মধুপ ধেয়ে যায়
কেবল ফুলের সৌরভে।"

কোনক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। উষার অরুণের আভায় বৃক্ষ-বল্লরী যেন হাসিয়া উঠিল। প্রভাতী পাখীরা উদ্বোধন সঙ্গীত করিতে লাগিল। সারারাত্রি ঘুম হয় নাই, কিন্তু শরীরে তেমন গ্লানি, তেমন জড়তা বোধ হইল না। ধীরে ধীরে—অতি সন্তর্পণে গাছ হইতে নামিলাম—নীচে কোন জানোয়ার দেখিলাম না। দেখিলাম, একজন রেড্-ইণ্ডিয়ান্ সেই জায়গায় আসিয়াছে—কেন যেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাকে দেখিয়া মনে বড়ই আনন্দ হইল।

নিকটে মানুষ নাই বলিয়া জানিতাম; কিন্তু এত নিকটে, এত সকাল বেলায় কেমন করিয়া এ এখানে আসিল? মানুষটীর চুলের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই দেখিতে পাইলাম যেন যত্ন করিয়া উহা সে বাঁধিয়াছে; কি দিয়া যেন সে তা'র সারা গা লাল রং করিয়াছে। কি চমৎকার মানাইয়াছে! কাছে গেলাম—সে কিছু বলিল না—সকৌতুকে দেখিতে লাগিল আমার বেশভূষা, আমার মূর্ত্তি! তা'র গায়ের সেই রং হইতে এক প্রকার অতি মনোহর গন্ধ পাওয়া যাইতেছিল। পরে শুনিয়াছিলাম, হায়াওয়া (Hayawa) দিয়া ঐ গন্ধ করিয়াছে। দেহখানি এইভাবে চিত্রিত করায় তাহাকে অতি বিচিত্র, সজীব ও সতেজভাবাপন্ন দেখাইতেছিল! গলায় ছিল নেক্লেস্। তোমরা হার পর সোনার, মুক্তার, হীরার—তাহারা পরে নিজেদের হাতের হত্যা করা জংলা শূকরের দাঁতের। সে হাতে আংটী পরিয়াছে; বাম বাহুতে, কাঁধে ও কনুইয়ের মাঝখানে পরিয়াছে এক অদ্ভুত রকমের

অলঙ্কার। তাহারা সন্ধ্যায় নদীতে স্নান করে এবং সকালে রং দিয়া দেহ সাজায়। নিজেদের প্রসাধন তাহারা এভাবেই করিয়া থাকে। সে, কি এক আশ্চর্য্য রকম ইঙ্গিত করিল ; ভয় করিয়া আর কি করিব ? জীবনের মায়া থাকিলে আর কে ওরূপ বনে প্রবেশ করে ? বন দেখিতেই ত গিয়াছি। একটু পরে লোকটীর ইঙ্গিত বুঝিলাম —সে যেন তাহার সঙ্গে যাইতে বলিতেছিল। অনুসরণ করিলাম। হাঁটিতে হাঁটিতে সেই বনের ভিতর প্রবেশ করিলাম।

সেখানে দেখিলাম, একখানি জীর্ণ কুটীর—গাছের পাতায় আর লতায় ছাওয়া। সে আমাকে বসিতে ইঙ্গিত করিল। ফল আনিয়া খাইতে দিল। তাহার আতিথ্যে বিস্মিত হইলাম—ভীতও হইলাম। মারিয়া, কাটিয়া খাইবে না ত ?

আরও একটী রেড্-ইণ্ডিয়ান্ আসিল—তাহারও চেহারা অদ্ভুত। সে তাহার হাতে করিয়া লইয়া আসিয়াছিল একটা মোমের বল। বলটী আনিয়া দিল আমার সঙ্গীর হাতে। দেখিলাম, তাহার পরিধেয়খানি শত ছিন্ন। হাতের ধনুটী তৈয়ারী কি যেন একটা ভাল কাঠের—সাদাসিদা—কোন কারুকার্য্য নাই। লোকটার মুখখানা দেহের অনুপাতে ছোট। কোন কিছুতেই যেন সে ভ্রূক্ষেপ বা কিছুতেই তাহার যেন কোন মায়া-মমতা ছিল না। এতটুকু যত্ন ছিল না দেহে, পরিধেয়ে, কথায়, চলন-ভঙ্গীতে বা আহারে। মাথার চুলগুলি অতিদীর্ঘ—অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ—অযত্নে জটায় জটায় গুল্‌ফদেশাবধি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দেহে কোনও অনুরাগ নাই —আমার সঙ্গীটীর মত রং দিয়া সে নিজ দেহ চিত্রিত করে নাই।

সেই লোকটী কিছু চাহিল না বা বলিল না; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আমার সঙ্গীকে দেখিলাম যে ঐ অদ্ভুত লোকটীকে সে বিশেষ যত্ন করিল। বসিতে দিয়াই সে তাহার আহারের জন্য আনিয়া দিল কয়েকখানা "ক্যাসাভা ব্রেড্" (Cassava bread) আর কয়েকখানা সিদ্ধ মাছ। দেওয়ামাত্র "প্রাপ্তি মাত্রেণ ভক্ষয়েৎ" নীতির সে অনুসরণ করিল, না জানি তাহার কত ক্ষুধা পাইয়াছিল! খাওয়া শেষ হইলে, এতটুকুও সে বিলম্ব করিল না, উঠিয়া চলিয়া গেল। কোন উপকার সে যে পাইল বা খাইতে দিল বলিয়া কোনরূপ কৃতজ্ঞতার লক্ষণ সে তাহার কথা-বার্ত্তা, ভাব-ভঙ্গীতে একটুও দেখাইল না। যেন ঔদাসীন্যে ভরা তাহার প্রাণ—সংসারের সে যেন কোনই ধার ধারে না।

আকার ইঙ্গিতে কথা কহিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম; উহাদের ভাব ও ভাষা ইতঃপূর্ব্বে কিছু জানিয়া লইয়াছিলাম। আমার সঙ্গীটীকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ লোকটা কে? কেনই বা আসিয়াছিল? কেনই বা উদাসীনের মত বসিল, খাইল আর চলিয়া গেল?"

সঙ্গী বা হোষ্ট্ (host) মহাশয় বলিলেন, "ও লোকটার স্ত্রী, ছেলে বা মেয়ে নাই, এমন কি, একটি বন্ধু-বান্ধবও নাই। কতদিন আমি উহাকে বলিয়াছি আমার বাড়ী থাকিতে কিন্তু ঐ সব কথায়, সে একটুকুও কাণ দেয় নাই। বনে বনে ঘোরে এবং মধু-মক্ষিকার যত্ন-নির্ম্মিত মধু-চক্র হইতে মধু লুণ্ঠন করিয়া পান করে; বনের ফল, মূল খায়। উদ্দাম, অবাধ উহার গতি—

বিচিত্র ঔদাসীন্যে ভরা উহার জীবন। দুইটা পাথর ঠুকিয়া বনে সে জ্বালায় আগুন—শিকার করিয়া জীব-জন্তুর মাংস পোড়াইয়া খাইয়া সে ঘুরিয়া বেড়ায়। যেদিন কিছু না পায় সেদিন ঘুরিতে ঘুরিতে সাম্‌নে যে কুঁড়ে দেখে তাহাতেই সে ঢুকিয়া পড়ে। লজ্জা নাই—সঙ্কোচ নাই। খাইবার জন্য কখন সে বলে আবার কখনও না বলিয়াই খাইতে বসিয়া যায়। সকলেই উহার এ



ফল-সমেত কোকো গাছ

স্বভাব জানে। যাহার যাহা সাধ্য সে উহাকে তাহাই খাইতে দেয়—খাইয়াই সে চলিয়া যায়। প্রতিদিন সে আসে না—হয়ত মাসে একবার তাহার দেখা পাওয়া যায়। কেন সে এমন করিয়া

বেড়ায় আর কি জন্যই বা সে এমন উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে কেহ তাহা জানে না। বহুদিন ধরিয়া সে এমন নির্লিপ্ত—উন্মাদ না হইয়াও উন্মাদের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কবে তাহার এভাবের পরিবর্ত্তন হইবে—কবে সে প্রকৃতিস্থ হইবে—যৌবনে ত হইল না—বার্দ্ধক্যে তাহার মতির স্থৈর্য্য আসিবে কিনা কে জানে?”

এই স্থানটীর নাম সাইমন্। এই সাইমন্ হইতে দূরবর্ত্তী একটী প্রস্রবণ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র পাঁচটী মনুষ্য-নিবাস দেখিলাম। এইগুলি ছিল দুইটী নদীর ধারে আর তিনটী বনের মধ্যে। এক একটা মনুষ্য-নিবাসে চারিটী হইতে আটটী-মাত্র কুটীর। মনে হইল, এক এক একরের অর্থাৎ প্রায় তিন বিঘার বেশী নয় সেই স্থানগুলি। এই সব জায়গার জঙ্গল কাটিয়া উহারা বসতি স্থাপন করিয়াছে। চাহিয়া দেখিলাম, কয়েকটা কোকো, পেঁপে, কার্পাস ও পাহাড়ে কফির গাছ সেই বাড়ীগুলির এদিকে ওদিকে রহিয়াছে।

এখানে হঠাৎ একদিন সেই ঔরলী বিষের (wourali poison) অনুসন্ধান পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। কারণ দেশে উহার সঠিক সংবাদ দিতে পারিলে গভর্ণমেণ্ট হইতে বিশেষ সম্মানিত পুরস্কার পাইব। একটা ওদেশের কুমড়ার মধ্যে উহা ছিল। একজন রেড্-ইণ্ডিয়ান্ বলিল, “ঐ বিষ দিয়া আমি কতকগুলি বন্য-শূকর ও দুইটা টেপীর (Tapir) মারিয়াছি।” কুমড়াটা দেখিয়া মনে হইল সত্যসত্যই লোকটা ঐ বিষ ব্যবহার করিয়াছে। ঔরলী বিষের নামই শুনিয়াছিলাম—কখনও চোখে

দেখি নাই—কিন্তু এই মহার্ঘ-বিষের জন্য প্রাণ আকুলি-ব্যাকুলি করিতেছিল। কতদিন ভাবিয়াছি—কতদিন দেখিবার জন্য, কত ব্যগ্র হইয়াছি কিন্তু আজ সম্মুখে সেই বাঞ্ছিত-বস্তু। তন্ময়-চিত্তে বিষ-দর্শন করিতে লাগিলাম। অনেকদিন সাধ্য-সাধনার পর যদি বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করা যায় তখন মনে যে কিরূপ আনন্দ হয় তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে কি করিয়া বুঝিবে ?

যে লোকটার বাড়ীতে ঐ বিষ ছিল তাহাকে শীঘ্রই ডাকিয়া আনিলাম এবং অত্যন্ত আদর করিয়া কাছে বসাইলাম। সঙ্গে অতি উত্তম ও উপাদেয় কতকগুলি মিষ্ট খাবার ছিল, সেগুলি তাহাকে খাইতে দিলাম। সে জন্মেও ওরূপ সুখাদ্য খায় নাই সুতরাং পাইবামাত্র খাইতে আরম্ভ করিল। সে যে কত সুখী হইল তাহা তাহার পরবর্ত্তী কার্য্যাবলীতে সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইল। তাহাকে যাহা করিতে ইঙ্গিত করিলাম সে তাহাই মহা আনন্দে করিতে লাগিল। একটা কুকুর যাইতেছিল। হঠাৎ আমার মনে হইল এই কুকুরটার উপর বিষের শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখি না কেন। কুকুরটাকে একটা খাদ্য দিলাম। কুকুরটা খাইতে লাগিল।

ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, একটা ঘায়ের মত দাগ কুকুরটার গায়ে দেখা যাইতেছে। কৌশলে ঐ ক্ষত স্থানে একটু ঐ বিষ লাগাইয়া দিবার জন্য সেই রেড্-ইণ্ডিয়ান্‌কে বলিলাম। সে তাহাই করিল। কি আশ্চর্য্য! তিন-চারি মিনিটের মধ্যে বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইল।

কুকুরটা সাম্‌নে যাহা কিছু দেখিল তাহাই শুঁকিতে লাগিল।

ক্ষতের দিকে অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সঙ্গে বারংবার তাকাইতে লাগিল। একটু পরেই জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে হাঁপাইতে লাগিল এবং মাটিতে পড়িয়া গেল; আর উঠিতে পারিল না। একবার 'ঘেউ, ঘেউ' করিয়া চেঁচাইয়াই নীরব হইল। কণ্ঠস্বর মৃদু ও অতি দুর্ব্বল; মুহূর্ত্ত যাইতে না যাইতেই তাহাও রুদ্ধ হইয়া গেল। চারি পায়ের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া দিয়া—একবার একটু ধীরে ধীরে উঠাইয়া কাৎ হইয়া পড়িয়া গেল। চক্ষুর্দ্বয় স্থির হইয়া গেল—দেহের প্রান্তভাগগুলি এক আধটু নড়িল—আর মাথা উঠাইতে পারিল না। বক্ষের স্পন্দন দ্রুত হইতে লাগিল—থাকিয়া থাকিয়া যেন দ্রুততর বোধ হইল। ক্রমে এক একবার থামিয়া থামিয়া, কিছুকাল পরে হৃদয়ের স্পন্দনমাত্র দুই একবার অনুভূত হইল—সমস্ত দেহ একেবারে নিস্পন্দ, অসাড় হইয়া গেল। পনের মিনিটের মধ্যে কুকুরের সব ফুরাইল। কি আশ্চর্য্য শক্তি ঐ মহা-বিষের।

আমার ব্যাগে প্রচুর খাবার থাকায় কিছু খাইয়া লইলাম। অতিথিপরায়ণ রেড্-ইণ্ডিয়ানেরাও কিছু ফল-মূল খাইতে দিল—ফলগুলি বেশ সুস্বাদু। কিঞ্চিৎ পরে পুনরায় যাত্রা করিলাম। এইবারকার যাত্রায় বড় আনন্দ হইল। এতদিনের সাধের সেই বিষ হাতে পাইয়াছি; যত্ন করিয়া—খুব ভাল করিয়া—বাঁধিয়া লইলাম।

বনের পাশ দিয়া পথ। কিন্তু কখন কখন মধ্য দিয়াও গিয়াছে। সেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এক একটা "ক্র্যাব্ উড্" গাছ দেখিলাম। এই পথ দিয়া রেড্-ইণ্ডিয়ানেরা তাহাদের নৌকাগুলিকে (Canoe)

টানিয়া লইয়া নদীতে ফেলে। ফিরিবার সময় আবার টানিয়া লইয়া আসে।

সিঙ্কারম্যান্ বলিয়া একটী মাতব্বরের বাড়ী দেখিলাম। ডেমেরারার নদীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে এই স্থানটী অতি মনোরম বোধ হইতে লাগিল। এখানকার পাহাড়ের তিনটী থাক্ যেন ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়াছে। কেহ যেন স্তরে-স্তরে ঐগুলি সাজাইয়া রাখিয়াছে। কি গম্ভীর, কি জমকালো সে দৃশ্য! যাহারা সমভূমিতে বাস করিতে অভ্যস্ত তাহাদের পক্ষে এই স্থানের বিস্ময়কর অসমতায় মনে এক অবর্ণনীয় ভাবের উদয় হয়।

শুনিলাম, মে মাসের প্রথম ভাগের মধ্য-রাত্রে এক অত্যাশ্চর্য্য, অনির্দ্দিষ্ট কারণোদ্ভূত উচ্চ-শব্দ শুনা যায়। লোকেরা জানাইল যে, সে শব্দে মনে হয় যেন কতকগুলি সৈন্যের বাহিনী সেখানে উপর্য্যুপরি গুলি ছুঁড়িতেছে।

ক্রমে আমি কুইবোতে (Quibo) পৌঁছিলাম। গাছে গাছে এই স্থানটী একেবারে পরিপূর্ণ—সূর্য্যের কিরণ যেন প্রবেশ করিতে পারে না। বনে দেখিলাম, দলে দলে মাইসিটিস্, বন্য-শূকর, লোবা (Lobba), একৌরী (Acoury), পৌয়িস্ (Powiss), ম্যাম্ (Maam), ম্যারৌডী (Maroudy), ওয়ারা ক্যাবাস্ (Wara cabas) প্রভৃতি বিচরণ করিতেছে। দেখিলাম, হাজার হাজার পাতা পড়িয়া রহিয়াছে। যেখানে ইচ্ছা পাতা দিয়া ঘর করিয়া ঘুমাইতে পারা যায়।

কত রকমের গাছ! গাছে গাছে সে বন ভরিয়া রহিয়াছে।



দক্ষিণ আমেরিকার কুইবোর জঙ্গল

গ্রীন্‌-হার্ট, ওয়ালাবা, পার্পল্‌-হার্ট, সিলোয়াবালী; সাওয়ারী, বুলেটার, টাউরোনিরা, মোরা প্রভৃতি গাছ বিরাট দেহ বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সুদীর্ঘ উহাদের দেহ—এক একটা যেন এক একটা স্তম্ভ—ষাট্, সত্তর ফিট্ করিয়া উঁচু। না আছে একটাও গাঁট, না আছে একটাও ডাল। একেবারে মসৃণ।



দক্ষিণ আমেরিকার উচ্চ-শব্দকারী বানর 'মাইসিটিস্'

অদূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে পার্পল্‌-হার্ট গাছ। একটাও ছিদ্র নাই—কাণ্ড হইতে এতটুকুও রস নিঃসৃত হয় না। কি বিরাট-—কি বিশাল সে গাছ! যেন মানুষকে—পথিক-কুলকে ঘৃণাভরে বলিতেছে, "তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ পথিকগণ, কে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন—অত ঐশ্বর্য্যের মালিক করিয়াছেন; কিন্তু আমরা

এত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও তাঁহাকে ভুলি নাই। এই দেখ, প্রার্থনারত হইয়া ঊর্দ্ধাভিমুখে তাঁহার কৃপা-ভিক্ষা করিতে দাঁড়াইয়া আছি। আমরা তোমাদের মত অকৃতজ্ঞ বা অহঙ্কৃত নই।" গাছগুলির বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আমার মনে হইতে লাগিল যে রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলিয়াছেন—

কেন চেয়ে আছো গো মা মুখপানে !
এরা চাহেনা, তোমারে চাহেনা যে।
আপন মায়েরে নাই জানে !

* * * *

দুঃখ জানায়ে কি হবে জননি !
নির্ম্মম, চেতনাহীন পাষাণে ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কাঠ-ঠোক্‌রার ঝাঁকে ভরে গেছে সে বন। ঠোক্‌রাইয়া, ঠোক্‌রাইয়া উহারা কঠিন ও লোহার মত শক্ত নানা রকম কত গাছ ছিদ্র ও ছিন্ন ভিন্ন



গাছের ডালে আঠার ফিট্ লম্বা 'বোয়া' (অজগর) এবং নীচে নয় ফিট্ লম্বা 'র‍্যাটেল্-স্নেক্'।

ঠক্ ঠক্ শব্দে দিঙ্মণ্ডল ধ্বনিত—প্রতিধ্বনিত হইতেছে। যেন কাঠুরিয়ার শত শত কুঠার উঠিতেছে আর পড়িতেছে। কি ভীষণ জায়গায় আসিলাম! কাণে ত কিছুই শুনিবার উপায় নাই। ঐ দেখ মোরা গাছ। কি বিপুল, বিরাট ও সুদৃঢ় ছিল উহার দেহ; কত উচ্চ ছিল উহার শাখা-প্রশাখা, কত সুন্দর-শোভন ছিল উহার পত্র-পল্লব। আজ কাঠ-ঠোক্‌রার ঠোক্‌রানিতে একটির উপর আর একটী লুটাইয়া পড়িয়াছে।

অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গায়নায় পৌঁছিলাম এখানে এক প্রকার বিচিত্র মৎস্য দেখিয়া একান্ত বিস্মিত হইলাম মৎস্য-গুলির নাম শুনিলাম প্যাকো (Pacou)। ইহারা অত্যন্ত পুষ্ট ও অতিশয় সুস্বাদু। বঁড়শী দিয়া কেহ এই মৎস্য ধরিতে পারে না। রেড্-ইণ্ডিয়ানেরা যখন এই মৎস্য ধরিতে যায় তখন সুকৌশলে "ক্র্যাব্ উড্" গাছের বীজ ছড়াইয়া রাখে। ঐ বীজ খাইতে আসিলে তীর দিয়া উহারা ইহাদের মারিয়া থাকে।

আরও অনেক দূর গমন করিয়া দেখিলাম, সেই স্থানটীর নাম ম্যাকৌসিয়া। এখানে নানা-জাতীয় লোকের বাস। ম্যাকৌসী-ইণ্ডিয়ানদিগের সহিত কথোপকথনে বড়ই তৃপ্তি লাভ করিলাম। কি সুন্দর, সহজ ও সরল জীবন যাপন করে ইহারা। ব্লো-পাইপ্ (blow-pipe) বা বাঁক্-নল ব্যবহারে ইহারা সিদ্ধহস্ত। ইহাদের নিকট অনুসন্ধান করিতে করিতে পুনরায় সেই সাঙ্ঘাতিক উদ্ভিজ্জ বিষ ঔরলী হলাহলের সন্ধান লাভ করিলাম। শিকারের জন্য প্রত্যেকের গৃহে এই ভীষণ বিষ প্রস্তুত করিয়া ইহারা সঞ্চিত রাখে।

মর্ম্মর-প্রস্তরের পাহাড় দেখিয়া কতই না আনন্দ অনুভব করিলাম। তিন প্রকারের আরা (Ara) প্রচুর পরিমাণে এখানে প্রাপ্ত হওয়া যায়; সকলের অপেক্ষা যে গাছ দীর্ঘ সেই গাছ হইতে "গাম্-ইলাষ্টিক্" নামে এক চমৎকার জিনিষ সকলে সঞ্চয় করিয়া থাকে। এই গাছগুলির কাঠ অনেকটা সাইকামোর (Sycamore) কাঠের মত। আঠাগুলি গাছের বল্কলের মধ্যে থাকে এবং উহা কাটিয়া বাহির করিতে হয়। আঠাগুলি দেখিতে সাদা ধব্ধবে—

যেন কতকগুলি দুধের সর। আঠা বাহির হইলে বলের মত করিয়া রাখা হয়; বাতাস লাগিলে উহা কাল হইয়া যায়। কিন্তু অন্য কোন প্রণালী (Process) অবলম্বন না করিলেও ইহা অবিকল "ইণ্ডিয়ান্ রবার" হইয়া দাঁড়ায়।

ম্যাকৌসিয়ার বনে সুন্দর চূড়াওয়ালা পাখী কক্-অফ্-দি-রক্ (Cock of the röck) দেখিলাম। দিনের বেলায় ইহারা পাহাড়ের সর্ব্বাধিক অন্ধকার-স্থানে বাস করে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে—সূর্য্যাস্ত হইলে—ইহারা বাহিরে আসিয়া যৎসামান্য আহারীয় সংগ্রহ করে। দেখিলে মনে হয় যেন ইহারা কি ভাবনায় ব্যাকুল রহিয়াছে—কতই না বিমর্ষ! "হাউটাউ" পাখীর মত অন্য কোন পাখীর সঙ্গে ইহারা মেলা-মেশা করে না। একাকী ঘূরিয়া যাহা পায় তাহাই খায়—নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে।

এখানকার রেড্-ইণ্ডিয়ানেরা কেবলমাত্র ঔরলী বিষ সম্বল করিয়া তাহাদের শিকারের কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। ইহারা বন্দুক ব্যবহার করে না। দুই-একটী যাহা দেখিলাম তাহা মরিচা ধরিয়া, অবহেলিত অবস্থায় রহিয়াছে। বিষাক্ত যন্ত্রগুলি ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। তাহাদের তূণগুলিতে দেখিলাম অসংখ্য বিষাক্ত তীর সুসজ্জিত ও নিত্য-ব্যবহারোপযোগী অবস্থায় রহিয়াছে। ঔরলী বিষ চাহিলাম—অনেক দাম দিতে চাহিলাম, কিন্তু তাহারা দিতে সম্মত হইল না। তাহারা বলিল যে এই বিষ তাহারা গুঁড়া করিয়া রাখিয়া থাকে—সহজে সংগ্রহ করিতে পারে না—নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য বস্তু বলিয়া মনে করে।

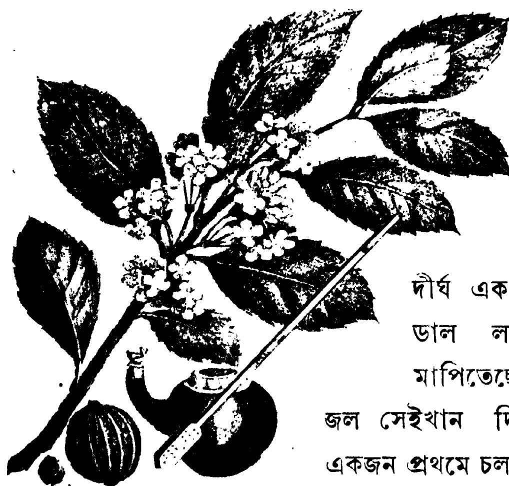
একজন সাদা-লোক (white-man) এখানে বাস করিতেন। এত গভীর বনে কেন তিনি আসিলেন জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম যে তাঁহার স্বজাতির মধ্যে তিনি দারিদ্র্যের দারুণ কশাঘাতে নিতান্ত জর্জ্জরিত হন এবং মনে অত্যন্ত আঘাত উপস্থিত হওয়ায় এমন কি, আদরের দেশকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া এই বিজন অরণ্যে আসিয়া বাস করিতেছিলেন।

গায়নার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পাখী হইতেছে জ্যাবিরু (Jabiru)। "স্যাভানা" নামক জলা জায়গায় ইহারা চরিয়া বেড়ায়। ইহাদিগকে গুলি করিয়া মারা অত্যন্ত কঠিন; প্রায়ই পালাইয়া যায়। যে জায়গায় এই বৃহৎকায় পাখী থাকে উহা অত্যন্ত নীরব ও নিস্তব্ধ। নিশীথ রাত্রিতে জ্যাবিরু এবং দুই চারিটী গৃধ্র পাহাড়ের উপর না থাকিলে নিশ্চয় বলা যাইত যে ইহা প্রাণীহীন-স্থান। অন্য কোন জীব-জন্তু বা কীট-পতঙ্গ দেখা গেল না। অনেক খুঁজিয়া দেখিতে পাইলাম যে কেবলমাত্র সাধারণ মাছির চার ভাগের এক ভাগ অতি ক্ষুদ্র আকৃতির এক জাতীয় পোকা রহিয়াছে; ইহাদের কামড় সমুদ্র-সৈকতের মশকাপেক্ষাও বেশী ব্যথা-দায়ক।

এই স্থানে অনেক এরারুট ও মেট্ গাছ দেখিলাম। পাহাড়ের নীচে দিয়া বহুদূর অগ্রসর হইলাম। ঘুরিতে ঘুরিতে আমার মনে হইল যে পশ্চিম দিকে যাইতেছি। অবশেষে আর পথ পাইলাম না। সম্মুখে জল—পার হইবার উপায় নাই—সাঁতার দেওয়া ছাড়া আর কোন গতি দেখিলাম না; গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া—মোটা মোটা ঘাস দিয়া বাঁধিয়া একটা "র‍্যাফ্‌ট" বা ভেলা তৈয়ার

করিলাম। অতিকষ্টে চলিলাম, কিন্তু এত করিয়াও বুঝি রক্ষা নাই। ও কি ভাসিয়া উঠিতেছে জল হইতে? এক একটা বিশ-ত্রিশ ফিট্ লম্বা। দলে দলে কুমীর সারি দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে।

কিছুদূর নিরাপদে অগ্রসর হইয়া দেখিলাম যে কয়েক জন রেড্-ইণ্ডিয়ান্ আমারই মত ভাসিয়া চলিয়াছে। খুব ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, উহারা সরু সরু ও অত্যন্ত দীর্ঘ এক একটা গাছের ডাল লইয়া গভীরতা মাপিতেছে। যেখানে কম জল সেইখান দিয়া চলিয়াছে। একজন প্রথমে চলা আরম্ভ করিয়া একটু একটু অগ্রসর হইলেই পিছনে পিছনে অন্য কয়েকজন সাহস করিয়া রওনা হইতেছে। সেই ভেলায় আমি ওপারে গেলাম। ব্যাগ্‌টা আধা-ভিজিয়া যাওয়ায় অল্পক্ষণ রৌদ্রে রাখিয়া



'মেট্' গাছের ডাল ও ফল। এই ফল হইতে রেড্-ইণ্ডিয়ানগণ 'চা' প্রস্তুত করিয়া ছবির বর্ণিত নলের দ্বারা টানিয়া পান করিয়া থাকে

শুকাইয়া লইলাম; পরে দেখিলাম যে কয়েকটা হরিণ দূরে বড় ও ঘন ঘাসের উপর চরিতেছে। চকিত-চাহনিতে আমাকে অত দূর হইতে দেখিতেছিল। কি সুন্দর চোখ ওদের!

এক রকম পাখী দেখিলাম, উহাদের নাম "প্লভার"। ইহার কিছুপর আবার কতকগুলি কাল কাল পাখী দেখিলাম, নাম "কারলিউ"। ঐগুলির পাখায় সাদা সাদা দাগ। ইহারা দেখিতে সমুদ্র সৈকতের "স্কার-লেট্" পাখীরই মত; আমার সম্মুখ দিয়া উড়িয়া যাইতেছিল। অসংখ্য "মস্কভি-হাঁস" চরিয়া বেড়াইতেছিল। কতকগুলিকে বহুদূরে উড়িতে দেখিলাম। উহারা আকাশের এত উচ্চে চাকার মত ঘুরিতেছে যে সেখানে বন্দুকের গুলি পৌঁছায় না। দুগ্ধ-ধবল ইগ্রেট্, জ্যাবিরাস্ প্রভৃতি পাখী "এটা" ও "কৌ কোরাইটু" গাছের ডালে বসিয়া ঐ গাছের ফলের বীজ খাইতেছিল। এই সমস্ত গাছে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকারের টৌকান পাখী বাস করে। হরিদ্রাবর্ণের সুন্দর চঞ্চুর অগ্রভাগে কাল কাল দাগ—কি মনোহর ওগুলিকে দেখিতে!

মাঠের মত এক জায়গায় কিছুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইলাম। দেখিলাম, সেখানে শত শত পিপীলিকার বাসা। সেগুলি হলুদ রংয়ের শক্ত কাদা দিয়া তৈয়ারী এবং আট-নয় ফিট্ উচ্চ; বৃষ্টির আঘাতে বা দারুণ ঘূর্ণী-বাত্যাতেও বুঝি ভাঙ্গেনা। সৌভাগ্যক্রমে এখানে ঔরলী বিষ পাইলাম। যত জায়গায় যত ঐ বিষ পাইয়াছিলাম—সমস্ত বিষের অপেক্ষা—এগুলি মারাত্মক। অনেকটা সঞ্চয় করিলাম।

অনেক দূরে ছিল পর্ত্তুগীজ্ ফ্রন্টিয়ার ফোর্ট, উহা দেখিলাম। দুর্গটীর নাম "ফোর্ট সেণ্ট্ জোয়াচীম্" (Fort St Joachim)। তাহার পর "ট্যাকাটৌ" নামক স্থানে গমন করিলাম। এখানে এক রকম অতি সুন্দর পাখী আমার নয়ন-পথবর্ত্তী হইল। পাখীগুলির নাম শুনিলাম "ট্রৌপীয়ালে" (Troupiale)। কি সুন্দর উহাদের কণ্ঠস্বর। বারংবার শুনিয়াও যেন তৃপ্ত হইতে ছিলাম না, আরও শুনিতে ইচ্ছা হইতেছিল। পর্ত্তুগীজেরা ইহাকে গায়নার নাইটিঙ্গেল বলিয়া থাকে। দুর্গের অভ্যন্তর ভাগ দেখিবার জন্য বড় ইচ্ছা ছিল কিন্তু অনুমতি পাইলাম না। রাস্তায় অত্যন্ত বৃষ্টিতে ভিজিয়া জ্বর হইল। কমাণ্ডারের সঙ্গে দেখা হওয়ায়, তিনি দুর্গের কিছুদূরে কয়েক দিনের জন্য থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং একদিন দেখা করিতে আসিয়া আমার জ্বর আরও বেশী হইয়াছে দেখিয়া আমাকে দুর্গের মধ্যে লইয়া গেলেন; অতি ভদ্র ভাষায়, বিনীতভাবে বলিলেন, "আপনি অতিথি, আতিথ্য আমাদের ধর্ম্ম—কিন্তু এ সে স্থান নয়—ডাক্তার নাই এখানে—তবু আমাদের যতদূর সাধ্য যত্নের ত্রুটি হইবে না।"

কয়েকদিন পরে কমাণ্ডার মহাশয়ের অশেষ যত্নে ও সুশ্রূষায় এবং পথ্যাদির সুব্যবস্থায় আমার জ্বর ছাড়িল। আমি শরীরে তত দৌর্ব্বল্য অনুভব করিলাম না—উঠিয়া—ঘুরিয়া দুর্গটী দেখিলাম। পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে "রাও নীগ্রোর স্প্যানিয়ার্ডদের" আক্রমণ আশঙ্কায় পর্ত্তুগীজেরা এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার

পর আর তেমন যত্ন লওয়া, মেরামত বা সংস্কারাদি কিছুই হয় নাই। দুর্গের সিংহ-দ্বারটী বন্যার জলে ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। চারিদিকের প্রাচীরগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান কমাণ্ডার পুনরায় উহার সংস্কার করিতেছিলেন।

একটু দূরে—নদীর তীরে, কমাণ্ডারের বাড়ী, ব্যারাক বা সৈন্যাবাস, চ্যাপেল বা ভজনালয়। এইগুলি কাদা ও কাঁকর দিয়া তৈয়ারী। আরও দুইখানি বাড়ী দেখিলাম। এছাড়া অন্য কোন বাড়ী-ঘর দেখিলাম না। সম্মুখে—দুর্গের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত শস্য-শ্যামল প্রান্তর—অশ্বাদির আহার্য্যে পরিপূর্ণ। কতকগুলি গাভী চরিতেছিল—কি সুন্দর সে গাভীগুলি—প্রচুর দুগ্ধ দান করে। সেই দুগ্ধ হইতে পর্ত্তুগীজেরা প্রচুর "বাটার" ও "চীজ" সংগ্রহ করিয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করে এবং বিদেশেও চালান দেয়।

এইরূপে, বহু কষ্টে আমি "পর্ত্তুগীজ্ আয়ার্ল্যাণ্ড ফ্রন্টিয়ারে" উপনীত হইলাম। ঔরলী বিষ-সংগ্রহের ঔৎসুক্য আমার কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস হয় নাই। কোথায় আরও পাইব, ইহাই আমার ছিল একমাত্র চিন্তা। যাহা সংগ্রহ করিয়াছি তাহাও নিতান্ত অল্প নহে, কিন্তু আশার যে শেষ নাই!

• 'ঔরলী বিষ', 'ঔরলী বিষ' অনেক বার বলিয়াছি কিন্তু এ বিষ কি, এ বিষ দিয়া কি হয় তাহা বলি নাই। আমি কেন এ বিষ সংগ্রহ করিতেছি তাহা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি; এখানে এ বিষ সম্বন্ধে একটু বলিয়া রাখিতেছি, অবশ্য সংক্ষেপে।

এই সাঙ্ঘাতিক ও অসাধারণ ঔরলী বিষ ম্যাকৌসী বলিয়া রেড্-ইণ্ডিয়ানেরা প্রায়ই সঞ্চিত রাখে। ইহারা ডেমেরারা ও কুইবো-বনের অধিবাসী। ইউরোপীয়দের আড্ডা হইতে বহুদূরে এই বনে ইহারা বাস করে। তীর-ধনু ইহাদের প্রধান অস্ত্র। এমেজান্ হইতে অরুনকো অবধি দক্ষিণ আমেরিকার সর্ব্বত্র সকল বন্য



'ইউরুমি' বা পিপীলিকা-ভুক্

অসভ্য জাতিরাই এই বিষ ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু ম্যাকৌসীরা যত এই বিষ সঞ্চিত রাখে তত আর কেহই রাখে না। রাইও নিগ্রোর নিকবর্ত্তী রেড্-ইণ্ডিয়ানগণও ইহার কথা জ্ঞাত আছে। উহারা এই ম্যাকৌসীদের নিকট হইতে উহা ক্রয় করিতে আসিয়া থাকে। ইহার অসামান্য বিষ-ক্রিয়া সম্বন্ধে পূর্ব্বে

কিছু কিছু বলিয়াছি। এই দারুণ বিষ বিন্দুমাত্র রক্তের সহিত কোনক্রমে মিশ্রিত হইলে তৎক্ষণাৎ ইহার অত্যাশ্চর্য্য বিষ-ক্রিয়া আরম্ভ হয়। কেহ কেহ বলেন, মানুষের মত শক্তিশালী কোন জীব-জন্তু বা জানোয়ার ইহার বিষ-ক্রিয়ায় অভিভূত হয় না। প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণ ইহার বিষ-ক্রিয়া পরীক্ষা না করিয়াই বিশ্বাস করিয়া লইয়াছে যে ইহা মহা-বিষ। এই সম্বন্ধে একটী গল্প বলিতেছি; ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে এই বিষ খুঁব ভালভাবে পরীক্ষা না করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য নহে।

মনে পড়ে, একদিন আমি একজন রেড্-ইণ্ডিয়ানকে এই বিষের ক্রিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, "আমরা এই বিষ তীরে দিয়া তীর তৈয়ার করিয়া অনেক যুদ্ধ করিয়াছি। একদিন একটী লোককে এই বিষাক্ত শর দিয়া আহত করামাত্র সে মারা পড়ে।" এই বলিয়া সে গল্প করিতে আরম্ভ করিল। আমি সেই রেড্-ইণ্ডিয়ানটীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "লোকটীর কোন্ অঙ্গে শরটী লাগিয়াছিল?" সে একটুকুও ইতস্ততঃ না করিয়া আমার কথার উত্তরে বলিল, "কেন বলুন দেখি? আমার স্পষ্ট মনে আছে, লোকটার দুই কাঁধের মধ্যস্থানে তীরটী লাগিয়াছিল। বিষ যাইয়া প্রবেশ করিল উহার বুকে—তৎক্ষণাৎ লোকটা মরিয়া গেল —ইহাতে আবার কথা কি আছে?" আমি ভাবিতে লাগিলাম। উহা কি ঐ বিষের ক্রিয়া না বিশেষ অঙ্গে আঘাতের ফল! আমার মনে হইল অস্ত্রাঘাতের ফলেই লোকটীর জীবনান্ত হইয়াছিল—বিষের ক্রিয়ায় নহে।

বিষাক্ত তীর ব্যবহার করিতে না জানিলে, যথোপযুক্ত-স্থানে সন্ধান করিতে না পারিলে লোকের মৃত্যু হয় কি না ইহা স্থিরীকৃত হইল না। শুনিলাম, ভাল বিষ না হইলে মানুষ মারা যায় না। তীরগুলি যদি শুষ্ক রাখা না হয়, বিষের ক্রিয়া তেমন প্রবল হয় না। বর্ষার সময় স্যাঁৎ-সেঁতে জল-বায়ুতে উহার ক্রিয়ার ক্ষুণ্ণতা ঘটে।

আর একটী সন্দেহাত্মক গল্প শুনিলাম। ডেমেরারার রাজধানী ষ্ট্যাবরকের একজন ভদ্রলোক একটী ঘোড়ার উপর এই বিষের ক্রিয়ার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ঘোড়াটী কোনক্রমেই মারা গেল না। কেন মারা গেল না অনুসন্ধান করিতে যাইয়া ভদ্রলোক দেখিয়াছিলেন যে তীরটী ঘোড়ার গায়ে লাগিয়াছিল এবং তীরের অগ্রভাগস্থিত বিষ জমিয়াছিল আঘাতস্থলে—ক্ষতের মুখে—রক্তের সহিত ভিতরে মিশে নাই।

আরও ভাল করিয়া এই বিষের ক্রিয়া জ্ঞাত হইবার জন্য আমি এই দুর্গম স্থানে—এই ভীষণ অরণ্যে—ওরলীর উৎপত্তিস্থলে—সর্ব্বদা যাহারা উহার ব্যবহার করে তাহাদের নিকট এত কষ্ট করিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। ঐ স্থানের কোথায়, কিভাবে এই দারুণ বিষ প্রাপ্ত হওয়া যায়—কিভাবে উহা সংগ্রহ করিতে হয়—কিভাবে রাখিতে হয়—কি প্রকার বিষ—কিরূপ কার্য্যকরী, অকার্য্যকরী এই সমুদয় ব্যাপার বিশেষ জ্ঞাত হইবার কৌতূহল আমার পক্ষে নিতান্ত অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল।

এত পরিশ্রম ও দুঃসাহসিকতার পর যে কৃতকার্য্যতা লাভ

করিয়াছিলাম উহা আমার বিশেষ সৌভাগ্যের কথা সন্দেহ নাই। গায়নার সেই দুর্ভেদ্য, দুর্গম, শ্বাপদসঙ্কুল, মুহুর্মুহুঃ প্রাণনাশকর ও আশঙ্কাপূর্ণ সুদীর্ঘ বনে ক্রমে অনাহারে, অর্দ্ধাহারে, অনিদ্রায় ভ্রমণ করিয়া একশত আটাশ দিন-রাত্রি কাটাইয়াছিলাম। ফলে সেই বিষ ও তাহার অদ্ভুত ক্রিয়ার সমস্ত তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

এই বিষ রক্তে প্রবিষ্ট না হইলে ইহার বিষ-ক্রিয়া প্রকাশ পায় না। এই বিষ সম্পর্কে বহু লোকের এই জ্ঞান ছিল যে ইহা প্রয়োগ করিবামাত্রই শিরাসমূহে ইহার ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং জীবনী-শক্তি নষ্ট করে, কিন্তু কিভাবে কি হয় তাহার অনুসন্ধান কেহ করিয়া দেখেন নাই।

এই বিষের কিয়দংশ রক্তে প্রবেশ করিলে মৃত্যু যে অনিবার্য্য ইহা অতি সত্য কথা, কিন্তু উহাতে রক্তের বর্ণের কোনই পরিবর্ত্তন হয় না। এইজন্য এই বিষ প্রয়োগে নিহত প্রাণীর রক্ত ও মাংস নিরাপদে ভক্ষণ করা যায়।

এই বিষের ক্রিয়া এমন বিচিত্র যে ইহাতে অভিভূত-প্রাণী বিন্দুমাত্রও মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করে না—কোনও কষ্ট হয় না। তীরদ্বারা আহত হইবামাত্র তীরাগ্রভাগস্থিত বিষ যদি দুর্ভাগ্যক্রমে আহত জীবের শোণিতের সহিত বিন্দুমাত্র সংশ্লিষ্ট হইতে পারে তাহা হইলে মুহূর্ত্তে সমস্ত লীলা খেলার অবসান ঘটে। না হয় জ্বালা বা যন্ত্রণা—না হয় অপর বিষের মত নানা বিষ-ক্রিয়া অথবা বিষাহতের দেহের বর্ণের কোন পরিবর্ত্তন বা শিরা-উপশিরার কোন আক্ষেপ।

ম্যাকৌসী-ইণ্ডিয়ানগণ এই বিষ সংগ্রহ করিতে হইলে তুইদিন বা একদিন পূর্ব্বে তাহাদের গৃহ-সন্নিহিত বনে প্রবেশ করে।

বনে যাইয়া তাহারা খুঁজিয়া বাহির করে ঔরলী নামক দ্রাক্ষা-জাতীয় লতা। এই লতার নামানুসারেই বিষের নাম হইয়াছে। এই লতার রস এই বিষের প্রধান উপকরণ। এই লতা অনেকগুলি সংগৃহীত হইলে উহার একটা খুব তিক্ত মূল তাহারা খুঁড়িয়া বাহির করে এবং সেই মূল ঐ লতাগুলি দিয়া জড়াইয়া, বাঁধিয়া লইয়া, আবার বুল্‌বৌস্ (Bulbous) নামক গাছের চারা (Plant) সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। ঐ চারা হইতে সবুজ রংয়ের এক প্রকার চট্‌-চটে রস নির্গত হয়। তাহার পর উহারা একটা ছোট পাত্রে উহা ভরিয়া লয় এবং কাঁধে করিয়া লইয়া আসিয়া তুই প্রকার পিপীলিকা সংগ্রহ করিয়া থাকে। ঐ পিপীলিকাগুলির এক প্রকার খুব বড় ও কালো এবং উহাদের কামড়ে জ্বর হয়। ঐ অঞ্চলে এই পিপীলিকা অনেক পাওয়া যায়। অন্য প্রকার পিপীলিকা অল্প লাল রংয়ের; উহাদের কামড়ে বিছুটির মত যন্ত্রণা হয়। এক প্রকার ছোট গাছের চারার নীচে ইহারা বাসা করিয়া থাকে। এই সমস্ত জিনিষ ও প্রাণী সংগ্রহ করিতে বনে বনে অনেক ঘুরিতে হয় এবং এত কাণ্ড করার পর সেই রেড্-ইণ্ডিয়ানগণ গৃহে ফিরিয়া আসে।

খুব ঝাল "ইণ্ডিয়ান্-পিপার" বা মরিচ এই বিষ নির্ম্মাণের জন্য প্রয়োজন হয়। এই জাতীয় মরিচ ঐ দেশের লোকের একান্ত আবশ্যক বলিয়া তাহাদের বাড়ীর চতুঃপার্শ্বে ইহা বপন করিয়া

রাখে। ইহা ওখানে প্রচুর জন্মিয়া থাকে। ল্যাবারী (Labari) ও কৌনা কৌচী (Couna couchi) নামক সাপের চূর্ণ করা বিষ-দন্ত ঐ সকল দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করা হয়। এইগুলি ওদেশের লোক সচরাচর সংগ্রহ করিয়া রাখে—সকলের ঘরেই কিছু না কিছু থাকে।

এইরূপে সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত হইলে, তাহারা ঔরলী দ্রাক্ষালতা এবং তাহার তিক্ত মূল চাঁচিয়া লইয়া সূক্ষ্ম বস্ত্র বা লতার ছাল দিয়া ছাঁকিয়া লয়; তাহার পর পাতা দিয়া নির্ম্মিত এক প্রকার ঝাঁঝ্রীর মধ্যে রাখিয়া একটী মাটীর বাসনে উহা ঢালিয়া দেয় এবং কিছুক্ষণ পরে জল ঢালিতে থাকে। উহা হইতে যে রস নিঃসৃত হয় তাহা দেখিতে অনেকটা কফির (Coffee) মত। যখন প্রচুর পরিমাণে রস সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় তখন বুল্‌বোসের ডাঁটাগুলিকে পিষিয়া আবশ্যক মত রস বাহির করা হয় এবং ঐ পাত্রে ঢালিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর সাপের দাঁত, পিঁপ্‌ড়া ও মরিচগুলি চূর্ণ করিয়া উহার মধ্যে তাহারা মিশাইয়া লয়; অগ্নির মৃদু উত্তাপে গরম করিতে থাকে এবং একটু বেশী গরম হইলে আবশ্যকানুরূপ ঔরলীর রস মিশাইতে থাকে। যে গাদ (Scum) পড়ে তাহা তাহারা একটা পাতা দিয়া উঠাইয়া ফেলে। সেই রস ঘন ও পিঙ্গল রংয়ে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত জ্বাল দেওয়া হয়।

রসের ঐ অবস্থা প্রাপ্তিমাত্র কয়েকটা তীর ঐ রসে ভিজাইয়া লইয়া উহার শক্তি পরীক্ষা করা হয়। যদি ইচ্ছানুরূপ বিষাক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় তাহা হইলে তখন উহা

কুমড়ার শুষ্ক খোলে অথবা মাটির বাসনে রাখা হয় এবং অত্যন্ত সাবধানে কয়েকটী পাতা দিয়া ঢাকিয়া ফেলা হয়। ইহার পর উহার উপর একখানি হরিণের চামড়া দিয়া খুব শক্ত করিয়া দড়ি বাঁধিয়া রাখা হয়। কুটীরের যে স্থান অত্যন্ত শুষ্ক সেই স্থানে উহারা এই ভাণ্ডটী রাখিয়া দেয় এবং মধ্যে মধ্যে আগুনের উপর ঝুলাইয়া গরম রাখে। সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হয় যেন ঠাণ্ডা না লাগে।

এই বিষ প্রস্তুত নিতান্ত সামান্য ব্যাপার নয়, কারণ উহা করিতে উহাদিগকে অত্যন্ত সদাচারী, পবিত্র ও সতর্ক হইতে হয়। দেব-দেবীর পূজা-অর্চ্চনার মত পবিত্র ও পুণ্য-কর্ম্ম বলিয়া ইহা মনে করিবার নিয়ম। অসভ্য হইলেও সকলেই ইহা যথাযথ প্রতিপালন করিয়া থাকে। সাধারণতঃ উহারা যে অবস্থায় থাকে সেই অবস্থায় অন্যান্য সব কার্য্য করিতে পারে তেমন কোন সামাজিক বিধি-নিষেধ উহাদের নাই; কিন্তু এই উরলী বিষ প্রস্তুতে অনেক বিধি-নিষেধ মানিতে হয়—সামাজিক গুরুতর, অবশ্য প্রতিপাল্য নিয়মের মত বহু আচার প্রতিপালন করিতে হয়। কয়েকটি নিয়ম নিম্নে দেওয়া হইল।

স্ত্রীলোক বা অল্প-বয়সের কোন মেয়ে বিষ প্রস্তুতের সময় সেই স্থানে উপস্থিত থাকিতে পারিবে না। প্রথা বা সংস্কার এই যে উহারা উপস্থিত থাকিলে য়্যাবাইউ (yabayou) বা এক প্রকার দুষ্ট-প্রেত অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। যে ঘরের নীচে ঐ বিষ জ্বাল দেওয়া হয়, সেই ঘর যদি অপবিত্র হইয়া

যায় তাহা হইলে সে ঘরে আর কিছু করা হয় না; সেই ঘর অব্যবহার্য্য হয়। যে দিন বিষ প্রস্তুত করা হয় সেই দিন যে ব্যক্তি বিষ প্রস্তুত করে সে উপবাস করে। বিষ প্রস্তুত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত, সে কিছুই খাইতে পারে না। যে পাত্রে বিষ দেওয়া হয় সেই পাত্র নূতন হইবে। তাহা না হইলে বিষের ক্রিয়া তত তীব্র নাও হইতে পারে বলিয়া সকলের বিশ্বাস। যে ব্যক্তি সেই বিষ জ্বাল দেয় তাহাকে তখন অত্যন্ত সাবধানে থাকিতে হয়। সে সময় কোন প্রকারে যাহাতে কোন বাষ্প বা গন্ধ তাহার গায়ে, চোখে, মুখে, নাকে না লাগে সেজন্য বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। এই সমস্ত নিয়ম ভিন্ন ঘন ঘন হাত ও মুখ ধোয়ার বিশেষ বিধি আছে। এত সাবধান থাকাসত্ত্বেও বিষ প্রস্তুতকারীর কখন কখন বিষ প্রস্তুতের কয়েক দিনের মধ্যেই শরীর অসুস্থ হয়। এই সমস্ত কারণে সকলেই বিষ প্রস্তুত করিতে পারে না। ইহা অত্যন্ত ধীরভাবে, অত্যন্ত রহস্যময় ও অত্যন্ত পবিত্রভাবে সম্পন্ন হয়। একজন রেড্-ইণ্ডিয়ানকে এই বিষ প্রস্তুত করিয়া দিতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করায় প্রথমে সে স্বীকার করিল কিন্তু পরদিন আসিয়া জানাইল যে তাহার স্ত্রীর সন্তান সম্ভাবনা সুতরাং সে উহা করিতে পারিবেনা।

কেহ হয়ত, জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, বিষ নির্ম্মাণ-কার্য্যে সমস্ত উপাদানগুলিই প্রয়োজন কিনা? যতদূর বুঝা যায় ও পরীক্ষাদ্বারা নির্ণয় করা গিয়াছে তাহাতে বলা চলে যে ঐ দেশে

যাহারা ঔরলী বিষ নির্ম্মাণ করে তাহাদের যদি কোন কুসংস্কার না থাকিত তাহা হইলে সমস্ত উপাদানগুলি না হইলেও ঐ বিষ



দক্ষিণ আমেরিকার বিশ্বহিতকর গাছ 'বালসম্ অফ্ পেরু' (উপরে) ও সার্সাপেরিলা (নীচে)

উত্তমরূপেই প্রস্তুত হইতে পারিত; কিন্তু উহারা নানা কুসংস্কার-বশে যাহা যাহা দেয় তাহা না দিলেই বিষ ভাল হইবে

না—নানা অমঙ্গল হইবে বলিয়া মনে করে। কুসংস্কার বর্জ্জন করিতে কয়জন, কয়টী জাতি পারিয়াছে? মানুষ মাত্রেরই হৃদয়ে কুসংস্কার এমন বদ্ধমূল যে কিছুতেই উহা হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারা যায় না। সকলেরই—সকল জাতির উহা অল্পাধিক আছে—বিশেষতঃ এই অসভ্য জাতির ত থাকিবারই কথা। কুসংস্কারের কথা বলিতে কত কথাই না মনে পড়ে। সেই অগষ্টান্ এজের (Augustan Age) কথা ভাবিলে আমরা দেখিতে পাই, ক্যালিডিয়ার ইন্‌ক্যান্‌টেশন্‌স (Incantations) বা যাদু-মন্ত্রের ব্যাপারে কুকুরীগুলোকে উপবাসে রাখিয়া উহাদের মাড়ি হইতে হাড় তুলিয়া লওয়া হইত। নাইট্-আউল বা পেঁচার পাখা হইতে পালক তুলিয়া লওয়া হইত আর মন্ত্র পাঠ চলিত—"ওসা এব্ ওর র‍্যাপ্‌টা জেজুনে ক্যানিস্ প্লামামকিউ নক্‌টারণে ষ্ট্রিগিস্।" এমন কত অদ্ভুত কাণ্ডের কত কথা শুনা যায়।

তাহার পর ওয়েল্‌সম্যান্ পার্‌সন ইভান্‌সের কথা—সে উপাখ্যানে শুনা যায়, একটা দৈত্য না দানব তাহার উপর ভারী রাগিয়া তাহাকে কতই না নির্য্যাতন করিয়াছিল। তাহার দোষ হইয়াছিল যে সে যখন তাহার ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া করিতেছিল তখন একটা ধোঁয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।

এইবার যে সমুদয় অস্ত্রে ঔরলী বিষ ব্যবহৃত হয় সেই সমস্ত অস্ত্র ও যাহাদিগকে ঐ সকল অস্ত্রদ্বারা আঘাত করা হয়, তাহাদের সেই আহত অবস্থায় দৈহিক পরিবর্ত্তনাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

ম্যাকৌসিয়ার অধিবাসীরা যখন পাখী শিকার করিতে যায় তখন তাহারা ক্বচিৎ তীর ও ধনু লইয়া যায়। সাধারণতঃ ব্লো-পাইপ্ (Blow-pipe) লইয়া যায়। এই অসাধারণ মৃত্যু-নল গায়নার সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য বস্তু বা অস্ত্র। ম্যাকৌসীতে এই ব্লো-পাইপ্ পাওয়া যায় না। এগুলি এই স্থানের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে রাইও নিগ্রোর নিকটবর্ত্তী অরণ্যে জন্মে। অসম্ভব লম্বা এই পাইপ। দশ-বার ফিট্ এক একটা এই পাইপ্ দেখিলে বাস্তবিকই চমৎকৃত হইতে হয়। আগা-গোড়া সমান —কোন জায়গা বেশী চিক্কণ বা মোটা হয় না। এক মাথা যেমন মোটা অপর মাথাও ঠিক তেমনই মোটা। সর্ব্বাঙ্গ উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের—বাহির ও ভিতরে সমান মসৃণ—একেবারে ফাঁপা। আগাগোড়া—কোন জায়গায়—একটাও গাঁট্ নাই। স্থানীয় অধিবাসিগণ ইহার নাম বলে "ঔরা" (Ourah)। গায়নায় আরও এক রকম বড়-নল বা পামা পাওয়া যায়। সেগুলি ঔরার চেয়েও বড় এবং শক্ত। ইণ্ডিয়ানেরা ঔরার খোলরূপে ইহাদের ব্যবহার করে। ঔরাগুলিকে পামার খোলগুলির মধ্যে ভরিয়া উহারা শিকার করিতে যায়। এই পামাগুলি দেখিতে পিঙ্গল বর্ণের এবং ভালরূপে রং-করা হইয়া থাকে। পাঁচ-ছয় ইঞ্চি পরে পরে একটী করিয়া গাঁট্ থাকে। পামাগুলিকে ওদেশের লোকেরা বলে স্যামৌরা; ভিতরে যে শাঁস থাকে তাহা অতি সহজেই বাহির করিয়া ফেলা হয়। জলে কয়েকদিন ভিজাইয়া রাখিলেই সেগুলি বাহির করা খুব সহজ হইয়া উঠে।

এইরূপে ঔরা ও স্যামৌরার সহযোগে গায়নার সেই দারুণ মরণাস্ত্র ব্লো-পাইপ তৈয়ারী হয়। যে দিকটায় মুখ দেওয়া থাকে সেই দিকটায় "সিল্ক-গ্রাস্" নামে এক রকম ছোট ছোট ঘাসের দড়ি দিয়া বাঁধা হয়। এইজন্য উহা মুখ হইতে পড়িয়া যায় না। অন্যদিক অর্থাৎ যে দিক মাটিতে থাকে, সেই দিকের মুখটায় "একুয়েরা" ফলের বীজ দিয়া থাকে আটা।

তীরগুলি হয় নয় হইতে দশ ইঞ্চ লম্বা। কৌকোরাইট্ নামক এক প্রকার তাল গাছের পাতা দিয়া এগুলি তৈয়ার হয়। এই পাতাগুলি বেশ শক্ত আবার সহজে ভাঙ্গাও যায়। ইহার অগ্রভাগ ছুঁচের মত বলিয়া অত্যন্ত সরু ও ধারাল। ইহার প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ জায়গায় এই বিষ লাগান হয়। অন্যদিক বেশী শক্ত করিবার জন্য পোড়াইয়া লওয়া হয়। প্রায় দেড় ইঞ্চি স্থানে লাগান হয় জংলি-তূলা। এই তূলা লাগান শিখিতে বেশ সময় লাগে ও বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন হয়।

তাহার পর হইতেছে তূণীরের কথা। এই তূণীর নির্ম্মাণে রেড্-ইণ্ডিয়ানেরা অত্যন্ত পারদর্শী। পাঁচ-ছয় শত তীর এক একটা তূণীরে থাকে। উহা বার-চৌদ্দ ইঞ্চ লম্বা করা হয়। ঝুড়ির কায়ের মত ভিতরটাকে গড়িয়া লইয়া, বাঁশ না দিয়া, কাঠ দিয়া তাহার উপর মোম দেওয়া হয়। উপরকার আবরণী একটী অখণ্ড বস্ত্র—টেপীরের (Tapir) চামড়া—দিয়া তৈয়ার করা হয়। মাঝখানে একটী লুপ্ বা দড়ির ফাঁস লাগান হয় এমনভাবে উহা নির্ম্মিত হয় যে উহার মধ্যে বাহু ও কাঁধ ঢুকান যায়;

আবশ্যকমত ঝুলাইয়া লইয়া চলা ফেরা করা যায়। প্রান্তদেশে কতকগুলি সিল্ক-গ্রাস বা রেসমী ঘাস ঝুলাইয়া, বাঁধিয়া রাখা হয়। পীরাই (Pirai) মাছের মাড়ির হাড়ের অর্দ্ধাংশও বাঁধিয়া রাখা হয়। উহাদ্বারা আবশ্যক মত তীরগুলির অগ্রভাগ ঘষিয়া অপেক্ষাকৃত ধারাল করিয়া লওয়া হয়।

তূণীরে তীর রাখিবার পূর্ব্বে, শিকারীরা দুইটী তূলার দড়ি দিয়া তীরগুলির উপর-দিকে বাঁধিয়া লয়। এক এক দিকে এক একটা দড়ি থাকে। তূণের সমান লম্বা একটা লাঠির মত জিনিষের উপরে উহা ভাঁজ করিয়া লয়। লাঠিটা উপরে থাকে। দুইখণ্ড কাঠ আড়াআড়ি করিয়া দেয়। তূণ হইতে যখন তীরগুলি বাহির করে তখন এই সকল সাবধানতার ফলে তীর হাতে লাগে না।

এতদ্ভিন্ন তূণের সঙ্গে এক রকম ছোট ঝুড়ি থাকে। উহার মধ্যে ওয়াইল্‌ড কটন বা জংলি-তূলা রাখা হয়। ঐ তূলা দিয়া আবশ্যকমত তীরের মুখের ধার বাড়াইয়া লওয়া হয়।

ম্যাকৌসী ইণ্ডিয়ানেরা এইরূপে বনে শিকারের জন্য বাহির হয়। কাঁধে দোলাইয়া দেয় তূণীর—তাহাতে ভরা থাকে শত শত বিষাক্ত শর—হাতে থাকে ব্লো-পাইপ্। সৈন্যেরা যেমন করিয়া যুদ্ধে বন্দুক লইয়া সদর্প-পদ-বিক্ষেপে অগ্রসর হয় তেমনি এই পশু-পক্ষী হন্তা ম্যাকৌসী ইণ্ডিয়ান্ শিকারীরাও মহানন্দে, আশা-ভরা প্রাণে প্রধান খাদ্য বন্য পশু-পক্ষী হত্যার জন্য—মৃগয়ার জন্য—অগ্রসর হয়। অব্যর্থ তাহাদের সন্ধান—বুকভরা উৎসাহ—দেহে অসীম বল—সুন্দর স্বাস্থ্য!

নির্ভয়ে—নিঃশঙ্কচিত্তে—অকুতোভয়ে তাহারা বন-মন্থন করিয়া পোয়াইজ্ (Powise), ম্যারৌডী (Maroidy), ওয়ারাবা (Waraba) প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত পশু-পক্ষীকে নিহত করিয়া—স্ব স্ব অপর্য্যাপ্ত খাদ্য সংগ্রহ করিয়া—প্রতিদিন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ইহা ছাড়া কত যে পাখী মারে তাহার ইয়ত্তা নাই।



দক্ষিণ আমেরিকার বিশাল 'ফার' গাছ

এই বনের পাখীরা নীচে কেহই বড় বসে না—অনেক উঁচুতে, অতি দীর্ঘ ও বিশাল 'ফার' এবং অন্যান্য বৃক্ষের চূড়ায় ও ডালে—পাতার গুচ্ছের নীচে, অধিকাংশ বসিয়া থাকে; কিন্তু সেখানেও রক্ষা নাই। সুদীর্ঘ ব্লো-পাইপ যন্ত্র-সহযোগে তাহারা মুহূর্ত্তে নিহত হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়। তিন শত ফিট্ পর্য্যন্ত দূরে এই

রেড্-ইণ্ডিয়ানদের অমোঘ শর গমন করে। তিন ফিটে এক গজ—দুই হাতে একগজ। এখন অনুমান কর, কত দূরে ইহাদের সেই বিষাক্ত ও মুহূর্ত্তে প্রাণ-নাশকারী তীর যাতায়াত করে। দুই শত হাত ঊর্দ্ধে অব্যর্থ তীর নিক্ষেপ বড় সহজ নয়—অনায়াসে অভ্যাস করা যায় না।

শিকারীদের চতুরতারও অন্ত নাই। উহারা অতি ধীর পদ-বিক্ষেপে—এমন নিঃশব্দে বৃক্ষের নিম্নভাগ দিয়া শিকারের অন্বেষণে গমনাগমন করে যে এতটুকুনও শব্দ হয় না—এমন কি, না হয় শুষ্ক ও পতিত পত্রের বিন্দুমাত্র মর্ম্মর শব্দ। পাখীরা বা পশুরা কোন ক্রমেই তাহাদের পদ-শব্দ শুনিতে পায় না—এতই সন্তর্পণে, এতই সাবধানে উহারা যাতায়াত করে।

শিকারীর কর্ণ সামান্য শব্দেই সকল শুনিতে পায়—চক্ষুর্দ্বয় নিবিড় অন্ধকারে শত শত পত্র-পল্লবের অভ্যন্তরেও শিকার দর্শন করিয়া থাকে। "লিংক্স" নামক বন্য বিড়াল যেমন অত্যাশ্চর্য্য প্রখর দৃষ্টি শক্তির জন্য প্রসিদ্ধ এই শিকারীদের তীব্র-দৃষ্টিও তেমনই প্রসিদ্ধ। অন্য ব্যাপারে তত চতুরতার ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া না গেলেও শিকারে ইহাদের ঐগুলির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। যখন তাহারা দেখিতে পায় যে পাখী আছে, অথচ বসিয়া রহিয়াছে এত উঁচুতে যে সেখানে তাহাদের ব্লো-পাইপ অথবা তীর পৌঁছাইবে না তখন তাহারা সেই পাখীর স্বরের অনুকরণ করিয়া—নিজেদের দেহ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া—ডাকিতে থাকে। সেই ডাকে মূর্খ পাখী এক ডাল হইতে অন্য ডালে—এক গাছ

হইতে অন্য গাছে—উড়িয়া উড়িয়া, বিহ্বলভাবে বসিতে থাকে—মনে করে, বুঝি তাহার সঙ্গী জুটিল। শিকারী নিম্নদেশ হইতে লক্ষ্য করিতে থাকে যে পাখী ব্লো-পাইপের সীমায় আসিয়াছে কিনা, যেখানে বসিয়াছে ততদূর তীর পৌঁছাইবে কিনা। কোনক্রমে যদি বুঝিতে পারে যে পাখী তাহাদের আয়ত্তে আসিয়াছে তাহা হইলে মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া, তূণীর হইতে বিষাক্ত তীর বাহির করিয়া ব্লো-পাইপে সংলগ্ন করে এবং সুকৌশলে পাখীর জীবন-লীলার অবসান ঘটায়।

কি অব্যর্থ সন্ধান! নীরবে—নিঃশব্দে তীর ছুটিয়া চলিয়াছে—কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছে না। পাখীরা শরাহত হইয়া গাছে কিছুকাল বসিয়া থাকে—পড়িয়া যায় না। মাত্র তিন মিনিট তাহাদের ঐ ধৃষ্টতা—তাহাদের ঐ জীবন লইয়া হাঙ্গামা! বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইবামাত্র—মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় না—অচৈতন্য হইয়া—পদস্খলিত হইয়া শিকারীর পদতলে উহারা লুটাইয়া পড়ে। পরিশ্রান্ত পথিক যেমন হাঁটিতে হাঁটিতে সমস্ত দেহের অবসন্নতা উপস্থিত হওয়ায় না হাঁটিয়াও পারে না হাঁটিতেও পারে না—হাত পা যেন ভাঙ্গিয়া আসিতে থাকে—নিদ্রায় সমস্ত দেহ আচ্ছন্ন হইয়া আসে—ঝিমাইতে থাকে, তেমন করিয়া একবার চোখ মেলিয়া আবার চোখ বুজিয়া—ক্রমে অসাড় হইয়া—ধুলাবলুণ্ঠিত ও বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত অবস্থায় উপনীত হয় ঔরলী বিষে শরাহত বিহঙ্গও; কিয়ৎক্ষণ পরে জীবন-লীলার উপসংহার করে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ঔরলী বিষে পাখীর মাংস নষ্ট হয় না—বন্দুক

বা ছুরিকার আঘাতে নিহত পাখীর মাংস যত শীঘ্র নষ্ট হয় তদপেক্ষা অল্প সময়ে ইহা নষ্ট বা অখাদ্যও হয় না।

ঔরলী বিষে পাখীদের মাংস যোল ঘণ্টা পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকিতে দেখা যায়। দেশে যখন বর্ষার প্রাবল্য—ঠাণ্ডা আবহাওয়া থাকে তখন বিষুবরেখার সাত ডিগ্রীর মধ্যবর্ত্তী দেশে এত দীর্ঘ সময় পর্য্যন্তও অবিকৃত থাকে; কিন্তু ঐ যোল ঘণ্টার পরও ঐ মাংসে কোন খারাপ গন্ধ বাহির হয় না—নষ্ট হইবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না—আহত স্থানের মাংসে কিঞ্চিৎ বিবর্ণতা পরিলক্ষিত হয়।

রেড্-ইণ্ডিয়ানেরা শিকার হইতে প্রত্যাগত হইয়া, তাহাদের কাঁধ হইতে ব্লো-পাইপ নামাইয়া, অতি যত্নে ঘরে তুলিয়া রাখে। কখনও কখনও একটু তীর্য্যক্‌ভাবে রাখিয়া দেয়। যাহা হউক, এই ভাবে ব্লো-পাইপ রাখিয়া রেড্-ইণ্ডিয়ানেরা বিশ্রাম করুক্। আমরা এই অবসরে দেখিয়া লই কেমন করিয়া বড় বড় জানোয়ার—কি, কি অস্ত্রে উহারা বধ করিয়াছে।

প্রথমে দেখা যাক্, উহারা জলা জায়গায় পীকারী, হরিণ, টেপীর প্রভৃতি কেমন করিয়া শিকার করে। শিকার করে ঐ তীর, ধনু দিয়াই—কিন্তু সে তীর ও ধনু স্বতন্ত্রভাবে নির্ম্মিত হয়।

এই ধনু ছয়-সাত ফিট লম্বা সিল্ক-গ্রাস্ বা রেসমী ঘাসের দড়িতে ইহার গুণ নির্ম্মিত হয়। গায়নার বনে, জঙ্গলে অনেক প্রকার শক্ত কাঠ পাওয়া যায়। সেগুলি যেমন শক্ত তেমনই স্থিতি-স্থাপক-গুণসম্পন্ন। ঐগুলি হইতে অতি চমৎকার, অত্যুৎকৃষ্ট ধনু বা শরাসন নির্ম্মিত হইয়া থাকে। তীরগুলি চার-

পাঁচ ফিট লম্বা করিয়া প্রস্তুত হয়। এক প্রকার হলদে রংয়ের আগাছা হইতে এগুলি নির্ম্মাণ করা হইয়া থাকে। উহাতে একটাও গাঁট্ বা জোড়া নাই। গায়নার সর্ব্বস্থানে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

তীরে বিষ লাগাইবার প্রণালী এই যে, বিষের মধ্যে একখানা ছোট কাঠ ভিজাইয়া প্রথম এক পোঁচ্ উহাতে লাগান হয়, তাহার পর রৌদ্রে বা আগুনে শুকাইয়া লইয়া আবার এক পোঁচ্ বিষ লাগান হয়। আবার শুকাইয়া লইয়া তৃতীয় বার এইরূপ বিষ দেওয়া হয়। কখন কখন চারিবার এইভাবে বিষাক্ত করিয়া লওয়া হইয়া থাকে। পার্শ্বের অপেক্ষা ভিতরের দিকে বেশী সতর্ক হইয়া—বেশী ঘন করিয়া—বিষ মাখান হয়। ফলাগুলি দেখিতে দো-ফলা তরবারীর মত হয়। এই ভীষণ অস্ত্র লইয়া ঐ অসম্ভব ধূর্ত্ত শিকারীর দল নিঃশব্দে শিকারের অনুসরণ করে।

এবার এখান হইতে বেনিজুইলা এবং সেখান হইতে ব্রেজিল যাত্রা করিলাম। সম্মুখে উপস্থিত হইল এক প্রকাণ্ড বন্য শূকরের দল। আমার সঙ্গে ছিল একজন রেড্-ইণ্ডিয়ান্। তাহার মাথায় ছিল অত্যন্ত ভারী মোট—সারাদিনের পরিশ্রমে তাহার সর্ব্বশরীর প্রায় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু শিকার দেখিলে উহারা যেন সকলই ভুলিয়া যায়। কোথায় গেল সেই অবসাদ—কোথায় গেল সেই বিমর্ষভাব?

ধনু লইয়া, বিযাক্ত তীর জুড়িয়া মুহূর্ত্তে সে সন্ধান করিল একটী শূকরকে। নিমেষমধ্যে শূকর ধূল্যবলুণ্ঠিত হইল। বন্য শূকর

গতাসু হইয়া পশ্চাদ্দিকে একশত সত্তর পদ পিছাইয়া পড়িয়া গেল। কি আনন্দেই না তাহার সুস্বাদু মাংস সে আহার করিল। ওরলী বিষের বিষ-ক্রিয়ার পরীক্ষা আমার একটা বিশেষ কাম্য বস্তু ছিল। ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার ইহার বিষ-ক্রিয়া দেখিয়াছি কিন্তু তথাপি ইহার ভীষণতা সম্বন্ধে আমার এসময়ও বিশেষ সন্দেহ ছিল।



দক্ষিণ আমেরিকার 'হারকিউলিস্ বিটল' বা বড় গোবরে পোকা

একজন লোকের একটা তিন পদাঙ্গুষ্ঠবিশিষ্ট "শ্লথ্" ছিল। শ্লথ এক অদ্ভুত জানোয়ার—সহজে মরে না—কিন্তু এই সাংঘাতিক বিষাক্ত শরে সেই সুদৃঢ়-জীবন জানোয়ারও অতি অল্প সময়ের মধ্যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। সুবৃহৎ জানোয়ারের মধ্যে ইহার ক্রিয়া

দেখিতে কৌতূহলী হইয়া আমরা একদিন প্রায় তের মণ ওজনের একটা প্রকাণ্ড ষাঁড়কে লম্বা দড়িতে বাঁধিয়া ঔরলী বিষে বিষাক্ত তীরদ্বারা আহত করিলাম। চার মিনিটের মধ্যে বিষক্রিয়া আরম্ভ হইল। এক, দুই করিতে করিতে চৌদ্দ মিনিট কাটিয়া গেল, ষাঁড়টা মাটি শুঁকিতে আরম্ভ করিল যেন হাঁটিতে চেষ্টা করিতে লাগিল; এক পা কি দুই পা অগ্রসর হইয়াই, হঠাৎ পড়িয়া গেল। মাটিতে মাথা রাখিয়া, চোখে যেন আঁধার দেখিল। ক্রমে একেবারে নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয় ও নিঃস্পন্দ হইয়া পড়িল। পা-গুলি কয়েক বার নাড়িল—অজ্ঞাতসারে যেন মাথা উঠিল ও পড়িল—যেন সে উঠাইতে নামাইতে চাহিতেছিল না—ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে লাগিল—মুখ হইতে ফেনা বাহির হইতে লাগিল—পশ্চাদ্ভাগ শক্ত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত-মধ্যে উহার মাথা ও সম্মুখের পা দুইটী নিঃস্পন্দ হইয়া গেল। একটু একটু নড়িতে লাগিল কেবল উহার বুক। শরাঘাতের পঁচিশ মিনিটের মধ্যে ষাঁড়টী মারা গেল। সকলেই মাংস আহার করিল। উহা এতটকুও বিকৃত হয় নাই। ঔরলী সাজ্ঘাতিক বিষ। রক্তের সঙ্গে মিশিবামাত্র সর্ব্বনাশ উপস্থিত করে। কিন্তু ইহার কি কোন প্রতিষেধক নাই?

কেহ কেহ বলেন, আহত জীবকে যদি মুখ পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া রাখা যায় তাহা হইলে সে হয়ত বাঁচিতে পারে। কিন্তু তেমন ভাবে পরীক্ষা করিবার সুযোগ ঘটে নাই। আকের রস গলাধঃকরণ করাইতে পারিলে এই উৎকট বিষের জ্বালা প্রশমিত হয় বলিয়া

অনেকে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু একটী বয়ঃপ্রাপ্ত, সুন্দর স্বাস্থ্যবান্ মোরগকে উহা খাওয়াইলেও কোনঃ ফল হয় নাই। ফুস্‌ফুসে দীর্ঘকালব্যাপী দুইটি ভস্ত্রা (bellows) দিয়া বাতাস দিতে পারিলে বিষের প্রতিষেধ হইতে পারে বলিয়া কয়েকজন বলিয়াছেন। কিন্তু সকল সময়ে এই উপায় অবলম্বন সম্ভবপর নহে। রেড্-ইণ্ডিয়ানেরা কোন প্রতিষেধক জানে কিনা অনুসন্ধান করিলাম, কেহই কোন সংবাদ দিতে পারিল না। যদি কেহ জানিত, তাহা হইলে হয়ত উহা সঙ্গে লইয়া শিকারে যাইত অথবা এতদিনের সাহচর্য্যে নিশ্চয়ই আমার নিকট কিছু না কিছু বলিত। তাহাদেরও অনেক সময় এই বিষে প্রাণ যায়—তাহারা যদি কিছু জানিত তাহা হইলে কি এত সহজেই এই বিষের কবলে নিপতিত হইত—এই বিষকে এত ভয় করিত ?

মনে পড়ে, একদিন একজন এরোওয়াক্ ইণ্ডিয়ান্ (Arowack Indian) আমাদের বলিয়াছিল, "চার বৎসর পূর্ব্বে আমার একজন বন্ধু যখন মারা যান তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। দুইজনে মিলিয়া শিকারে বাহির হইয়াছিলাম। বন্ধুটীর সামনে একটি 'মাইসিটিস্' বা উচ্চ-শব্দকারী বানর উপস্থিত হইল। আমাদের দেখিবামাত্র বানরটী ভয়ে একটী উচ্চ-বৃক্ষে আরোহণ করিল। বন্ধু অবিলম্বে একটী বিষাক্ত শর সন্ধান করিলেন। শরটী মাইসিটিসের দেহে না লাগিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বন্ধুর হাতের কব্জীর একটু উপরে আসিয়া বিঁধিল; বন্ধু তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'এই আমার শেষ!' ক্রমে তাঁহার কথা

জড়াইয়া আসিতে লাগিল। জড়িতকণ্ঠে তিনি বলিতে লাগিলেন, 'আর এই ধনু আমি বাঁকাইতে পারিব না'। কাঁধে ঝুলান ছিল তাঁহার সেই বিষের বাক্সটি। তিনি তীর ও ধনুসমেত উহা একত্র করিয়া মাটিতে রাখিলেন এবং ঐগুলির কাছে শুইয়া পড়িলেন। আমার নিকট হইতে অন্তিম বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সব শেষ হইয়া গেল—তিনি আর একটি কথাও বলিতে পারিলেন না।"

ম্যাকৌসীয়ার এই বিষাক্ত শরে বিদ্ধ যে কোন হতভাগ্য জীবের পক্ষে সাধারণ প্রতিষেধকের ভরসা নিতান্ত বিড়ম্বনা। যাঁহারা গায়নায় থাকেন, তাঁহাদের অনেকেই হয়ত বলিবেন, এই তীরে আহত হইবামাত্র জীবন রক্ষার উৎকৃষ্ট উপায় হইতেছে, জলে নিমজ্জিত হওয়া কিংবা আকের রস পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে পান করা, অথবা মুখে যতটুকু রাখা সম্ভব ততটুকু লবণ রাখা। এ সকলই ইণ্ডিয়ানদের প্রদত্ত বা কথিত প্রতিষেধক। কিন্তু আমি অনেক ইণ্ডিয়ানকে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা অবাধে আমার নিকট বলিয়াছে, "আপনার নিকট মিথ্যা বলিয়া লাভ কি —দশজনের একজনকেও ইহাতে ভাল হইতে দেখি নাই।"

তাহা হইলে কি কোন উপায়ই নাই? হাঁ আছে বৈকি! যদি কিছু থাকে তাহা হইতেছে এই যে, আহত হইবামাত্র আহত স্থানের চারিদিকে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিতে হইবে। বিষ যেন সে স্থান হইতে একটুও অন্য স্থানে যাইতে না পারে। তাহার পরই ক্ষিপ্র-হস্তে শাণিত ছুরিকাদ্বারা সেই স্থানটির

মাংস কর্ত্তন করিয়া তুলিয়া ফেলিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিতে হইবে—

"কন্টিনিও কালপাম্ ফেরো কমপেসে প্রিয়াস কুয়াম্
ডীরা পার ইনফষ্টাম্ স্যারপ্যান্ট কণ্টাজিয়া করপাস্"

রেড্-ইণ্ডিয়ানদের বিশ্বাস যে ঐরূপ করিলে এবং এই মন্ত্র বলিলে হয় ত আহত ব্যক্তি আরোগ্য হইতে পারে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"হে ভানু! হে জগৎপিতা আলোর দেবতা জ্যোতির্ম্ময়!
গাহি তব জয় গান আজি—জয় আলোকের জয়।"

দুইটি উদ্দেশ্য লইয়া ব্রেজিলের দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। করুণাময় ভগবানের কৃপায় আজ আমার চির-আকাঙ্ক্ষিত উভয় উদ্দেশ্য নিরাপদে সফল হইয়াছে। কাহাকে বলিব সে আনন্দ! একটু জ্বর হইয়াছিল—একটু কষ্ট হইয়াছিল—সাঁতরাইতে—জানোয়ারের ভয়ে—তাহা হইবে না? জীবন যায় নাই—কোন শ্বাপদের মুখেও ত পড়ি নাই কোন নদীতেও ডুবি নাই। কয়জনে এমন নির্ব্বিঘ্নে—এমন অসভ্যজনসঙ্কুল ও হিংস্র জীবজন্তুপূর্ণ ভীষণ ও ভয়ানক স্থান হইতে—প্রাণ লইয়া ঘরে ফিরিতে পারে? শুধু তাহাই নহে, সমস্ত স্থানে ঘুরিয়া



'ট্রি-ফার্ন' বা ফার্ন বৃক্ষ

—সমস্ত স্থান দেখিয়া—সেই একান্ত দর্শনীয় বলিয়া যে দুর্গকে মনে করিতাম—যাহা দেখিবার কোন আশা ছিল না—সেই পর্ত্তুগীজদের দুর্গ সাদরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করিয়া—তাহার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি—কমাণ্ডার মহোদয়ের অসম্ভব প্রীতি ও যত্নলাভ করিয়া—ঔরলী বিষের সমস্ত তত্ত্ব সঞ্চয় করিয়া—আশাতীত মাত্রায় সেই উৎকট বিষ সংগ্রহ করিয়া আমি দেশে ফিরিব—ইহার অপেক্ষা আর আনন্দ, তৃপ্তি ও সন্তোষের বিষয় আমার কাছে কি থাকিতে পারে ?

তখন প্রভাত হইতেছে। নবারুণের লোহিতরাগে দিগ্বলয় হাসিয়া উঠিয়াছে। পাখীরা শাখীর শাখায় কল-কূজনে স্রষ্টার গুণ-গানে যেন প্রমত্ত হইয়াছে। আমি শুইয়াছিলাম, উঠিলাম। মনে মনে শ্রীভগবানকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম। যথাসম্ভব প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন করিয়া পবিত্রভাবে বসিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলাম—

"হে ঈশ্বর। তুমি যে স্থানে আমাকে পরিচালিত করিবে সেই পথ ভিন্ন যে আর আমার পথ নাই ; যে পথ ভাল মনে কর, সেই পথে আমায় লইয়া চল প্রভু !"

সম্মুখে উদ্যত ভানু—কি সুন্দর সে আলো ! সূর্য্যের সে আলো যেন আমায় বলিতেছিল—হে পথিক, আজ তুমিও আলোময় হইয়াছ, অন্ধকার হইতে আলোতে তোমায় লইয়া চলিয়াছি। এত দিনের তোমার সে প্রার্থনা আজ পূর্ণ হইয়াছে। তোমার মনের অন্ধকার আজ দূর হইয়াছে।

একটী কুকুর আমার সঙ্গ লইল। কুকুরকে দেখিয়া মনে হইল, এতদিন এখানে কুকুর দেখি নাই কিন্তু ও আজ এখানে আসিল কোথা হইতে? একদিন শুনিয়াছিলাম যে স্পানিয়ার্ডদের আগমনের পূর্ব্বে এখানে কুকুর মোটেই ছিল না। মনে পড়িল গায়নার অধিবাসীদের স্পানিয়ার্ড স্মৃতি-রক্ষার প্রচেষ্টার কথা: স্পানিয়ার্ডেরা সঙ্গে সঙ্গে যাহা কিছু আনিয়াছিল বা রাখিয়া গিয়াছিল, ইহারা তাহা অবিকল বজায় রাখিয়াছে।

সেই ওয়ারো, এরোওয়াক্ ও একোওয়ে গাছকে এখানকার ম্যাকৌসী ও ক্যারিব্ জাতীয় লোকেরা স্পেনদেশের লোকের মত ঐ নামেই ডাকিয়া থাকে। উহারা টুপি বা হাট্‌কে (Hat) সম্ ব্রেরো (Som brero), সার্ট বা যে কোন কাপড়কে ক্যামিজ (Camise), জুতাকে জ্যাপাটো (Zapato), চিঠিকে কার্টা (Carta), মোরগকে গ্যালিনা (Gallina), বারুদ বা গান্ পাউডারকে কল্‌ভোরা (স্প্যানিস্—পলভোরা), গোলা বারুদকে বালা (Bala), গাভীকে ভ্যাকা (Vaca), কুকুরকে পেরো (Perro) প্রভৃতি বলিয়া থাকে।

যাঁহারা ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে এদেশে আসিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা একটী প্রকৃষ্ট স্থান সন্দেহ নাই। এমীনের সন্ধির পূর্ব্বে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এস্থান গ্রহণীয় বলিয়া মনে করেন নাই। বৃটিশ অধিকারে আসিয়া এখন ইহা নানাভাবে, নানা রাজনৈতিক আবহাওয়ায় বিজড়িত হইয়াছে ও হইতেছে। একদিকে দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, ব্রাগাঞ্জার রাজ-মুকুট একজন

উচ্চাকাঙ্ক্ষী নরপতির প্রতাপে করতলগত হইতেছে—জ্যানেইরোতে তাঁহার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ক্যায়েনো তাঁহার বশীভূত হইয়াছে। ল্যাপ্লাটা স্বাধীন হইয়াছে; স্বয়ং রাজ্য চালনে সমর্থ বলিয়া মনে করিতেছে। ক্যারাকাস্‌গণ বিদ্রোহী হইয়াছে। স্যান্টাকো যদি তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিত তাহা হইলে তাহাদের সম্মিলিত শক্তি হয়ত অনেক কিছু করিতে পারিত। ডাচ্‌ গায়নার প্রতিদিকে অচিন্ত্য-পূর্ব্ব, অত্যদ্ভুত পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইতেছে। এমন রাজ্যে—যে রাজ্য সর্ব্বতো-ভাবে স্বতন্ত্র—যদি গভর্ণ-মেণ্ট্‌ সাহায্য করিতেন তাহা হইলে কতই না উন্নতি দেখিতে পাইতাম।



'রাইও ক্যারোনির' প্রথম জল-প্রপাত

বিষুবরেখার উত্তরে অবস্থিত এই বিচিত্র দেশে প্রতি নিয়ত সাগর বায়ু প্রবহমান রহিয়াছে; অধিকাংশ স্থান

পার্ব্বত্য শোভা ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। বর্ষা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় উদ্ভিদের পক্ষে পরম সহায়তা সাধন করে। সমুদ্র সৈকতাংশ এই সমস্ত প্রাকৃতিক অনুগ্রহ লাভ করিলেও দক্ষিণ আমেরিকার অভ্যন্তর-ভাগ অনেকটা অন্য প্রকার। গায়না ও ভেনী জুয়েলায় কখন বর্ষা আবার কখনও বা বৃষ্টিহীনতা ঘটিয়া থাকে। সমুদ্রের কোন প্রভাবই এখানে কার্য্যকরী হইতে পারে না। পর্ব্বতমালা ও ঘন অরণ্যের জন্য সমুদ্র-বায়ু ও সমুদ্রের প্রভাব ঐ সকল স্থানে আবদ্ধ থাকে। যতকাল উত্তর-পূর্ব্ব বায়ু বহমান থাকে, ততকাল বর্ষণহীনতা দেখা যায়। সমস্ত স্থান শুষ্ক হইয়া উঠে; নির্জীব বলিয়া বোধ হয়। সূর্য্যের গতি পরিবর্ত্তিত হইলে, বর্ষা আসিলে আবার বৃক্ষ-বল্লরী ও জীব-জন্তু শান্তিলাভ করে। সকল স্থানে আশানুরূপ বৃষ্টি হওয়ার জন্য নব-জীবনের পুলক-স্পন্দন দেখা যায়। সালজার (Salgar) নামে স্থানটী, স্যাবানিলার (Sabanilla) অতি নিকটে। আমার মনে পড়ে যখন সেখানে যাই তখন যেন এক নূতন রাজ্যে উপস্থিত হইলাম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আলোতে, বর্ণ বৈচিত্র্যে সমস্ত স্থান যেন উজ্জ্বল—কি যেন কি এক মোহময়—কখনও যেন তেমন স্থান আর দেখি নাই এমনই অনুভব করিতে লাগিলাম। কিন্তু এখানে না আছে তেমন সবুজ গাছ, লতা, পাতা, তেমন কোন শ্যাম শোভা—কেবল ধূ ধূ বালুকার খেলা! সীমাহীন অনন্ত মরুভূমি! সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে সর্ব্বাঙ্গ যেন দগ্ধ হইতেছিল। মাঝে মাঝে যেন সৌভাগ্য-পবনের মত এক একটা ঝাপ্টা বাতাস কোথা

হইতে কেমন করিয়া আমার দেহস্পর্শ করিয়া আমাকে ক্ষণকালের জন্য সান্ত্বনা-দান করিতেছিল।

এক দিনকার কথা বলিতেছি, দেখিলাম একখানা ষ্টীমার যাইতেছে। সেটা আসিয়া আমার নিকটে থামিল। টিকিট করিয়া ষ্টীমারে উঠিলাম; ডেকে বসিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে লাগিলাম। আমার মনে হইল যে, এ কোথায় আসিলাম। ষ্টীমারের উত্তাপ মাপক যন্ত্রের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম উহাতে ১২৭·৫° ফার্ণ-হিট্ উঠিয়াছে। বালুকাময় সমুদ্র নিকটে এইরূপ বেশী উত্তাপ প্রায়ই থাকে। সুশীতল বায়ুতে সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিল; শান্ত—গভীর জল আর তাহারই পার্শ্বে শ্যামল বনানী। শত শত লতা আঁকিয়া বাঁকিয়া পড়িয়াছে গাছের উপর হইতে সেই জলে; মৃদু পবনে আন্দোলিত হইতেছে, নয়ন জুড়াইয়া গেল।

দূরে চাহিয়া দেখিলাম। দৈত্যের মত বৃহৎকায়—এক একটা কুম্ভীর এক এক জায়গায় ভাসিয়া উঠিতেছে। ষ্টীমারের ডেক হইতে যদি কিছু পড়ে বা যদি কোন হতভাগ্য মানুষ জলে পড়িয়া যায়, তাহা হইলে উহারা ধরিয়া খাইবে, এই আশায় বিকট হাঁ করিয়া রহিয়াছে। উহাদের দেখিয়া আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল! তীরে চাহিয়া দেখিলাম যে, শত শত কুম্ভীর বালুকা-রাশির মধ্যদিয়া, হামাগুড়ি দিয়া চলিয়াছে। শিকারীরা রাইফেল তুলিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। একটাকে গুলি করিলেই বাকীগুলি ভীষণ শব্দ করিতে করিতে তীর হইতে বেগে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে আর তাহাদের সেই সবেগ পতনে জল একান্ত চঞ্চল

হইয়া উঠিতেছে। শিকারীদের রাইফেলের গুলি খাইয়া কত যে জলে মরিয়া ভাসিয়া উঠিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সদ্য সদ্য ধরা যাইতেছে না, ছয়-সাত দিন পরে মরিয়া ভাসিয়া উঠে। জলের গাছ—পিষ্টিয়া ও পণ্টেতেরিয়া—উহাদের উপর গজাইয়া থাকে। গাছ উঠিবার কত আগে শকুনি ও গৃধিনীরা আসিয়া মৃত কুমীর-গুলির মাংস ছিঁড়িয়া খাইতে আরম্ভ করে। সেখানে যেন এক হাট বসিয়া যায়। কি বিকট—কর্ণবধির-কারী শব্দ! মাংস-লোলুপগণের কি ভীষণ পক্ষের ধ্বনি—কি ঝগড়া—কি বিরোধ! কাহাকে তাড়াইয়া কে খাইবে—কিছু ঠিক নাই। জল হইতে কুম্ভীরগুলিকে টানিয়া তুলিতেছে গৃধিনীর দল। তারপর মহানন্দে, উৎসবের মত তাহারা ছিঁড়িয়া খাইতেছে সেই পচা, দারুণ দুর্গন্ধময় মাংস—বিশালকায় ও সাঙ্ঘাতিক কাঁটায় ভরা উহাদের দীর্ঘ লেজ ও শিরদাঁড়া। কি ভয়ানক দাঁত—কি বীভৎস মূর্ত্তি! ঐ সব দেখিয়া যুগপৎ ঘৃণা ও বিস্ময়ে অভিভূত না হইয়া থাকা যায় না।

আমাদের ষ্টীমারের সামান্য একটু গতি পরিবর্ত্তন হইল। দেখিলাম, এরিষ্টো-লোচিয়া বা বার্থওয়ার্ট গাছ। এই গাছগুলি দক্ষিণ আমেরিকার বিচিত্র বস্তু! পরে দেখিলাম মক্ অরেঞ্জ বা কমলানেবু জাতীয় গাছ। ইহাদের পাতা দেখিতে ঠিক মানুষের হৃদ্-যন্ত্রের মত; গাছের সঙ্গে সংলগ্ন হইয়া চক্‌চক্ করে। ইহাদের এক একটা মুকুল, এক একটা ফুল প্রকাণ্ড! কি সুন্দর দেখিতে উহাদের! ফুলগুলি এত সুন্দর ও বড় যে দক্ষিণ আমেরিকার উলঙ্গ ছেলেমেয়েরা ঐগুলি দিয়া বিচিত্র ফ্রিজিয়ান্ ক্যাপের

(Phrygian Cap) মত টুপি করিয়া মাথায় দেয়। উহার বর্ণ ঘাসের মত, মধ্যে মধ্যে আছে ভায়লেট্ রং। এখানকার বৃদ্ধ, যুবক, বৃদ্ধারা মহা আলস্যে দিন কাটায়। গৃহে তেমন আসবাবের প্রয়োজন হয় না। ব্লো-পাইপ্, দু' একটা মাদুর, বঁড়শী, রান্নার



'এরিষ্টো-লোচিয়া' ফুল মাথায় দিয়া রেড্-ইণ্ডিয়ান্ ছেলেরা এমাজন্ নদীর স্রোতে আনীত মৃত কুমীরের মাংস খাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

সস্-প্যান্, খাইবার জন্য তিনটা পাথর, একটা পুরাতন বন্দুক—এই কয়েকটী জিনিষই হইতেছে গৃহস্থালীর প্রধান দ্রব্য। গাছের ফল, ব্রেড-ফ্রুট্, তরমুজ, ম্যানিয়ক, ব্যাটাটা এদের প্রধান আহার্য্য; মাঝে মাঝে এরা মাছ মারে আর খায়। দেশে যথেষ্ট

ফলমূল পাওয়া যাওয়ায় এদের অন্য কোন পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। যেখানে সেখানে কফি জন্মে। অরেঞ্জ বা কমলানেবু গাছে অজস্র কমলা ফলে। কুমড়াগুলি আপনি জন্মিয়া গাছে গাছে ঝুলিয়া থাকে! উহা হইতে অধিবাসিদের জলের কুজা, থালা প্রভৃতির কায হইয়া থাকে। এখানে আক গাছ একবার জন্মিলে কুড়ি-পঁচিশ বৎসর থাকে, সহজে ফুরায় না। এ সকল প্রাকৃতিক অপর্য্যাপ্ত দানের উপরে আর কেহ কখনও বেশী বা ভালভাবে উৎপাদনের চেষ্টা করে না। বয়স্থ লোকেরা কখনও কোন দৈহিক কার্য্য করে না, যদি কিছু করে তাহা কেবল "আইভরী পাম" বলিয়া যে ফল আছে উহা কুড়াইয়া আনা। ষ্টীমার বা বোটে যে সব ব্যবসায়ীরা মাঝে মাঝে ব্রাণ্ডী বা মদ লইয়া আসে তাহা ভেজিটেবল্ আইভরীর পরিবর্ত্তে ইণ্ডিয়ানেরা গ্রহণ করে। এখানকার ছেলেমেয়েরা মাটি খায় বলিয়া পাকস্থলীর নানা কঠিন ব্যাধিতে মধ্যে মধ্যে ভুগিয়া থাকে।

আমরা ক্রমে "হোণ্ডা" নামক স্থানে উপনীত হইলাম। এ একটা বড় বন্দর! চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী বিবিধ দ্রব্য এখানে আমদানী ও রপ্তানী হয়। ষ্টীমারে যে সমস্ত জিনিষ ইউরোপ হইতে আনীত ছিল উহা বোগোটায় চালান দিবার জন্য রাখা হইল। রপ্তানীর মালের মধ্যে এমব্যালেম্বার তামাক বিশেষ মূল্যবান বলিয়া শুনিলাম। একজন সাহেব আমাকে বলিলেন, "টুমি ডেখিতেছি ভারী জানটে চাচ্চ—শুন টা হ'লে—এই মেইজ্, পট্যাটো, বীন্, কর্ণ, রাইস্, ব্যানানা, এনীসীড্, কটন্, সুগার কেন,

কফি, ভেজিটেবল আইভরী আমরা লইয়ে যাচ্চে—বুঝিলে?” কতকগুলি চমৎকার রং করা কাঠ তিনি দেখাইলেন। একটার নাম হেমাটক্সীলন্ ক্যাম্পেচিয়া নাম্। মরক্যাট্ ও জেন জিব্রিল্লো কাঠের হল্‌দে, চীরকা কাঠের সবুজ, ব্যাগালায় লিল্যাকে ও ট্যাগাল্যাগুয়া কাঠের রং ঘন নীল হয়। ঔষধের গাছ যে, কত দেখিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই—কোনটার নাম সার্সা পেরিলা, কোনটার নাম কোপোইবা, কোনটার নাম বালসম্ অফ্ পেরু। নানা রকম গন্ধদ্রব্য তার্পিন, ভেনিলা প্রভৃতি দেখিয়া চরিতার্থ হইলাম।

ইহার পর গুয়াড্‌নাস্ নামক স্থানে গিয়া উপস্থিত হইয়া, বাঁশের ঝাড় দেখিয়া একান্ত বিস্মিত হইলাম। এত বাঁশ এক জায়গায় কখনও দেখি নাই। মাটিতে ভরিয়া রহিয়াছে বন্য ষ্ট্রবেরী—মনে হয় কেহ যেন কার্পেট পাতিয়া রাখিয়াছে।

তাহার পর বোগোটার বাজার, একটি দেখিবার মত স্থান। পথিকেরা শ্রান্ত হইয়া যখন এখানে আসে তখন তাহাদের বিশ্রামের জন্য “পাম্-লিভ্‌সের” বা তাল-জাতীয় বৃক্ষের পাতায় ছাওয়া কুটীর আছে। এক রকম ব্রেড্ বা রুটী পাওয়া যায়; সেগুলিকে ক্যারাওয়ে সীড্‌স দিয়া সুগন্ধ করা হয়। বাঁশের চোঙ্গায় নির্ম্মিত এক প্রকার প্রকাণ্ড বাসনে করিয়া হোষ্টেস্ বা অতিথিপরায়ণা রমণীগণ সেই সুমিষ্ট খাদ্য পথিকের সম্মুখে আনিয়া দেন; গুয়ার‍্যাপো বলিয়া এক রকম লেমোনেড্ আনিয়া পানীয়স্বরূপ প্রদান করে এবং কুমড়াদ্বারা তৈয়ারী এক রকম

সুস্বাদু মদ্যও দেয়। ওগুলি কুমড়ার ফলের অৰ্দ্ধাংশ ফাঁপা করিয়া তৈয়ার হয়। বোগোটার বাগানে আলুর আবাদ হয়, কিন্তু তত ভাল জন্মে না। কপি ও লাল, হলদে, শাদা সরেল জন্মে যথেষ্ট। এই সরেলের ফল হয় অবিকল আলুর মত। সবুজ রংয়ের রসুন, পেঁয়াজ, বীন্, এনডীভস্ পলীমনিয়া এড়লিস্, সুমিষ্ট ভেচ্, কুমড়া, মারজোরাম, কিউল্যাণ্ট্রো, জাফ্রান, কমলানেবু, কলা, আনারস, নারিকেল, স্যামিয়া এমেরিকানা, পেঁপে, মেজ, ম্যাটো, স্পেনিস্ পিপার, ম্যানিয়ক্, ব্যাটাটা প্রভৃতিতে বাজার ভর্ত্তি হইয়া যায়। কত সস্তা এই সমস্ত জিনিষ! অত্যন্ত সুস্বাদু, উৎকৃষ্ট একটা আনারসের দাম মাত্র এক আনা।

ভেনী জুয়েলা আবিষ্কার করেন ডাঃ কার্ল স্যাচ্স। সে হইতেছে ১৮৭৬।৭৭ খৃষ্টাব্দের কথা। ভেনী জুয়েলাও এক অতি বিচিত্র স্থান। ক্যালাবোজোরে কত গল্প শুনিলাম। তাহার পর লানোসের কথা উঠিতে জানিলাম যে, এখানে যখন বর্ষা হয় তখন জলাশয়ের ধারে কোন কোনদিন হঠাৎ মাটির স্তূপ ফাঁপিয়া উঠে, এক একটা আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত শব্দও শুনা যায়। মাটিগুলি উৰ্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে। দেখিবামাত্র লোকজনে ভয়ে পলাইতে আরম্ভ করে। এক রকম অতি বৃহৎ জল-সর্প এবং আঁস্-ওয়ালা কুম্ভীর বহুদিন যাবৎ—সারা গ্রীষ্মকাল গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকে। বর্ষার প্রথম বারিধারা পতিত হইবামাত্র উহারা উত্থিত হইবার চেষ্টা করে। নদী, নালা প্রভৃতি জলে ভরিয়া যায়। গ্রীষ্মের উত্তাপে নিজ্জিব ও মৃতকল্প পশু-পক্ষী,

কীট-পতঙ্গ সেই দ্বীপের মত চতুর্দ্দিকে জলে জলময় স্থানে, যে যাহাকে পারে মারিয়া খায়।

দক্ষিণ আমেরিকার ঘোড়ার শত্রু যে কেবল জাগুয়ার বা কুম্ভীর তাহা নয়। ইহাদের অপেক্ষাও সাঙ্ঘাতিক শত্রু তাহাদের আছে। ষ্টেপ্‌সের (Steppes) বা বৃহৎ অনুর্ব্বর



ইলেক্‌ট্রিক্ ঈল

প্রান্তরের মধ্যে (বেরা ও র‍্যাষ্ট্রোতে) যে সকল জলা ভূমি আছে সেই সকল স্থানে ইলেক্‌ট্রিক্ ঈল (Electric Eel) বলিয়া এক প্রকার ভয়ঙ্কর প্রাণী আছে। উহাদের দেহ অত্যন্ত পিচ্ছিল এবং হলুদ রংয়ের ডোরায় ভূষিত। দেহের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গদ্বারা উহারা বিদ্যুতের মত তীব্র আঘাত করিতে পারে; চার হইতে ছয় ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। যত বড় জানোয়ারই হউক না কেন উহাদের সেই নিদারুণ ব্যাটারীর অধীন হইলে আর রক্ষা নাই। এই ঈলগুলির অত্যাচারে এই স্থান দিয়া দীর্ঘ-কালাবধি কেহ গমনাগমন করিতে সাহসী হয় নাই। এই ঈল শিকার এক আশ্চর্য্য তামাসা; যাহারা শিকার করে তাহারা সুকৌশলে কতকগুলি

ঘোড়া ও অশ্বতরকে যে সকল জলাশয়ে ঈল্‌গুলি থাকে সেই স্থানে দৌড়াইয়া লইয়া জলমধ্যে নামাইয়া দেয়। উহাদের শব্দে ঈল্‌গুলি কিল্‌বিল্ করিয়া উঠে। তখন শিকারীরা জলাশয়গুলির চতুর্দ্দিকে নানা অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া বধোদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাপের মত কুণ্ডলী পাকাইতে পাকাইতে উহারা জলের তল হইতে মধ্যে উঠিয়া ঘোড়া ও অশ্বতরগুলির বুকের নীচে দিয়া সাঁতার কাটিতে চেষ্টা করিতে থাকে। তাহার পর সেই সাঙ্ঘাতিক আঘাত আরম্ভ হয়। কতকগুলি ঘোড়া ও অশ্বতর ঐ আঘাতেই মারা যায় আর কতকগুলি নাসিকা গর্জ্জন করিতে করিতে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে থাকে—ঝুঁটি ফুলাইয়া, চোখ বড় বড় করিয়া, প্রাণভয়ে সবেগে উপরে উঠিতে চেষ্টা করে। তখন রেড্-ইণ্ডিয়ানেরা হাতের বড় বড় বাঁশ দিয়া সেগুলিকে তাড়াইয়া আবার জলে নামাইয়া দেয়। এইভাবে অনেকক্ষণ যুদ্ধাভিনয় হইতে থাকে। বজ্রগর্ভ মেঘের মত কিছুক্ষণ পরে ঈলেরা শান্ত হইয়া পড়ে। সেই অবস্থায় তাহারা জলাশয় ত্যাগ করিতে উদ্যত হয়; তখন আর আঘাত করিতে পারে না বা তাহাদের সেই বৈদ্যুতিক শক্তি থাকে না। ঘোড়ার পদাঘাতে জীবন যাইবে ভাবিয়া তীরে উঠিতে আরম্ভ করে। শিকারীরাও উহাই চায়; তীরে পাইবামাত্র ক্ষিপ্র-হস্তে সুতীক্ষ্ণ "হারপুণ" নামক অস্ত্রদ্বারা উহাদিগকে বিদ্ধ করিয়া নির্জ্জীব করিতে থাকে। ঈল মরিয়া গেলে, লম্বা লম্বা কাঠের লাঠি বা রলা দিয়া উপরে উহারা টানিয়া তোলে। শুনিলাম এক সাহেব, ইণ্ডিয়ানদিগকে ডাকিয়া বেশী দামী

ঘোড়া ঐ ভাবে জলে ফেলিয়া, না মারিয়া, কম দামের কতকগুলি গাধা দিয়া ঈল মারিতে বলেন। প্রথমে তাহারা সাহেবের কথাই বুঝিল না, তাহার পর ঘোড়ার বদলে গাধার কথা শুনিয়া এমন উচ্চ-হাস্য করিতে লাগিল যে সাহেব আর কোনক্রমেই তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে পারিলেন না।

এই ইলেক্‌ট্রিক্‌ ঈল ছাড়া আরও অনেক ভয়ানক মাছ দক্ষিণ আমেরিকার এই সমস্ত স্থানে দেখা যায়। এক রকম মাছ আছে, তাহার নাম "পীগো সেণ্ট্রাস্‌ ন্যাট্রেরেরী" আর এক রকম মাছ আছে সেগুলির নাম "ট্রাইগন্‌ হীওট্রিক্স"। হীওট্রিক্স চ্যাপ্‌টা হয়। উহাদের লেজগুলি সরু, অগ্রভাগ সূক্ষ্ম হুকের মত; ইচ্ছামাত্র সোজা করিয়া রাখিতে পারে। এই লেজের সহায়তায় ইহারা সহসা পথিক ও জীব-জন্তুগণকে আক্রমণ করে; বালীর নীচে লুকাইয়া থাকে, কোথায় থাকে, কেহই জানিতে পারে না। ইহারা যে আঘাত করে তাহাতে বিষ বাহির হয় এবং সেই বিষে অসতর্ক প্রাণীদের মৃত্যু হয়।

আর এক রকম পোকা দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলিকে বলে "ল্যাণ্টার্ণ ফ্লাই"। এইগুলি সুরীনাম্‌ নামক স্থানে প্রচুর পাওয়া যায়।

"ওরিনোকো" বলিয়া এক রকম প্রাণী আছে। উহাদের মুখ হইতে, সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিতে না আসিতেই, আলো জ্বলিতে থাকে। হাজারে হাজারে উহারা একত্র থাকে ও যেস্থানে থাকে তাহা আলোকে আলোময় হইয়া যায়।

"স্যাণ্ড্ ফ্লী" নামক পোকা, নানাজাতীয় ছোট ছোট পিঁপড়া, মশা প্রভৃতি এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। "পোনেরা ক্লাভ্যাটা" নামক এক জাতীয় বড় বড় পিপীলিকার কামড়ে জীব-জন্তু ও মানুষ অজ্ঞান হইয়া যায়। সারাদিন দারুণ বিষে জর্জ্জরিত থাকিয়া তাহাদের জ্বর হয়। বিষাক্ত এবং হিংস্রক গিরগিটী, বেঙ, গেকো, স্কোলোপেণ্ডার, বিচ্ছু প্রভৃতি ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়। গিরগিটী-গুলির মধ্যে "ট্রিলিওয়ান্" নামক গিরগিটীর স্বভাব বড়ই ভীষণ এবং ইহাদের মাংস খাইতে খুব স্বাদু।

এখানে এক প্রকার পাখী দেখিলাম, উহার নাম 'ক্র্যাগ্-ড্যান্সার'। পর্ব্বতের উপত্যকায় ও বনে বনে উহারা বিচরণ করে। উহাদের মূর্ত্তি বিকট এবং স্ত্রী-জাতীয়দিগের সন্তোষের জন্য উহারা নাচিয়া থাকে। উহা দেখিয়া হাস্য সংবরণ করা যায় না।

ল্যানোসের বন্য-গাভী অনেকটা ডাচ্‌দের গাভীর মত। ওদের দুধ তত বেশী হয় না, কিন্তু দেখিতে বেশ শক্ত-সমর্থ। লবণাক্ত খাদ্য খাওয়াইলে এই গাভীগুলি অতি অল্পদিন-মধ্যে বেশ মোটা হয়। বন হইতে ভুলাইয়া আনিতে রেড্-ইণ্ডিয়ানেরা উহাদিগকে কৌশলে, ঘাসের সহিত লবণ দেয় এবং উহা পাইলেই সব ভুলিয়া উহারা বশ্যতা স্বীকার করে।

মহাভারতে খাণ্ডব বন দাহনের যেরূপ বিরাট ও বিচিত্র গল্প শোনা যায়, এখানেও প্রতিবৎসর তেমনই ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়। এখানকার অধিবাসীরা শস্যের সারের জন্য, সমস্ত বন-জঙ্গলে, ঘাসে আগুন লাগাইয়া দেয়। কি ভীষণ সে আগুন! সারা অঞ্চল

এমন কি সমস্ত গাছ-পালা, লতা-পাতা পুড়িয়া ভস্ম হয়। অগ্নির সর্ব্বভুক্ সেই লেলিহান্ জিহ্বায় ভয় পায় না এমন প্রাণী নাই। জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইতে থাকে—কাহারও এমন শক্তি নাই যে সে লোহিতবর্ণ দারুণ আগুনের সম্মুখীন হয়। পাখীরা ভয়ে শূন্যে উড়িতে থাকে—লক্ষ লক্ষ পুড়িয়া মরে। প্রিয়তম শাবক পুড়িয়া মরিতেছে, মাতা করুণস্বরে চীৎকার করিতেছে—হাহাকারে দিঙ্মণ্ডল ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে—ধুঁয়ায় কিছু চোখে দেখা যাইতেছে না—অশ্বারূঢ় পথিক ঘটনা ক্রমে ঐ অগ্নি-বেষ্টিত স্থলে প্রবিষ্ট হইলেও জীবন রক্ষায় সমর্থ হয় না। ইহারই মধ্যে আবার বুভুক্ষুর উদর-পূর্ত্তির অপূর্ব্ব সুযোগ ঘটে। আগুনের ভয়ে কীট-পতঙ্গ গর্ত্তাদি হইতে বাহির হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। কত পাখী উড়িতে উড়িতে যেখানে তখনও আগুন লাগে নাই—সেই সমস্ত স্থানে বারংবার উড্ডীয়মান হইতেছ ও বিদ্যুদ্বেগে নিম্নাভিমুখে উৎপতিত হইয়া বিবিধ টিক্‌টিকী, গিরগিটী, সর্প, কীট-পতঙ্গ ধরিয়া উর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া, ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিতেছে—গলাধঃকরণ করিতেছে—চঞ্চুপুটে উহাদের জীবন-লীলা শেষ করিতেছে! কি যে ভয়াবহ—উৎকট রোমাঞ্চকর সে দৃশ্য!

আমরা দুই-তিন জনে মিলিয়া রাইও ক্যারোনী নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম; উহার নিকটেই ছিল বোর্য়ামিয়া পর্ব্বত-শ্রেণী। ঐ জায়গাটী ভেনী জুয়েলা ও ব্রিটিশ গায়নার প্রান্তদেশে অবস্থিত। আমরা দেখিলাম, একটী সুন্দর জল-প্রপাত হইতে তরতর করিয়া

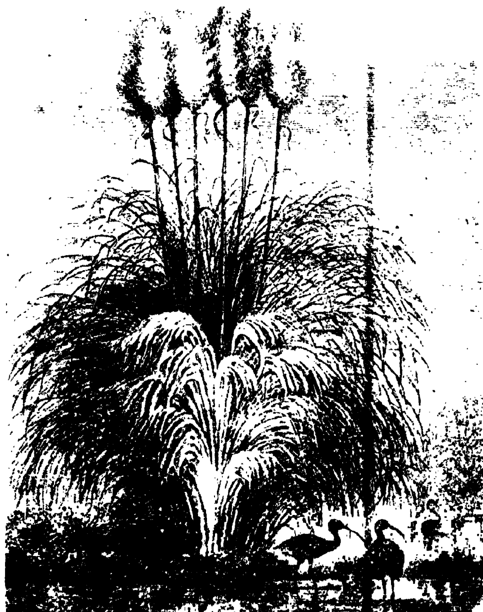
জল, পাহাড় বাহিয়া নীচে অনবরত পড়িতেছে। এ সময় কবি রবীন্দ্রনাথের "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতাটী মনে হইতে লাগিল। নির্ঝর বলিতেছে—

"আমি ভাঙ্গিব পাষাণ কারা"

পাষানের কারাগার ভাঙ্গিয়া জল-প্রপাত নামিতেছে, অবিশ্রাম কল্‌কল্‌, ছল্‌ছল্‌, ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া জল পড়িতেছে। আমাদের চোখ যেন জুড়াইয়া গেল; শুনিলাম ইহাই রাইও ক্যারোনীর প্রথম জল-প্রপাত।

জল-প্রপাত দেখিয়া আমরা ক্রমে "মন্টানায়" পৌঁছিলাম। এখানে প্রকৃতির অপূর্ব্ব অঙ্গরাগ—আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য হরিদ্বর্ণ বৃক্ষ-বল্লরী দর্শন করিয়া, চোখের যেন আর তৃপ্তি হইতেছিল না। অসংখ্য কফি, তামাক, কোকোয়া, নানা রকম ঔষধের গাছ-পালা, মসলা, ব্যবহার্থ কাষ্ঠ প্রভৃতিতে এই স্থানকে কেহ যেন সযত্নে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। বিশিষ্ট বৃক্ষাদির একজন বিশেষজ্ঞ বলিলেন, "ঐ দেখুন, চায়নাবার্ক, সার্সাপেরিলা। ঐ দেখুন ভ্যানিলা, ক্যোপ্যাইডা, বাল্‌সম্‌ অফ্‌ পেরু।" ক্রমে তিনি আরও গাছ দেখাইতে লাগিলেন। যে সকল গাছ ও লতা কখনও দেখি নাই, তাহা দেখিতে লাগিলাম। কত রকমের আঠা-যুক্ত (Gum) গাছ ও ক্যাওচক্‌ ও নানাজাতীয় অজ্ঞাত গুণশালী কাঠ থরে থরে সেখানে সজ্জিত রহিয়াছে। ঐগুলি দিয়া ঔষধ, তক্তা বা সাজ-সজ্জার কায হইয়া থাকে।

দেখিতে দেখিতে শ্রান্তি ও ক্লান্তি আসায় সমস্ত যেন বিস্মৃত হইলাম। উত্তরোত্তর নবদৃশ্য, বৃক্ষ-বল্লরী প্রভৃতি দেখিবার জন্য আমরা আবার অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এই সময় যাঁহারা



পাম্পাস-ঘাস

আমার সঙ্গে ছিলেন তাঁহারা বলিলেন যে, আমার পূর্ব্বে তাঁহারা একবার এখানে আসিয়াছিলেন। আমি কিন্তু, তত ভাল করিয়া দেখিয়া উঠিতে পারি নাই।

স্থানটীর নাম কুইনডিউ, দেখিলাম "ট্রী ফার্ণ" দিয়া এখানকার বৃহৎপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। বন্ধুরা বলিলেন, "এই দেখুন সেই নোয়েটজ্‌লী ইন্‌ দি র‍্যাভাইন এট্‌ সামাপাজ্‌ গাছ।"

বিচিত্র "সেরোক্‌জীলন্‌ এণ্ডীকোলা বা ওয়াক্স-পামের" গাছ দেখিলাম ; অল্প পরে উচ্চ উপত্যকায় উঠিলাম। এখানে লামা, কণ্ডর প্রভৃতির অজস্র যাতায়াত দেখিয়া একান্ত বিস্মিত হইলাম।

ভিকুনা নামক এক আশ্চর্য্য চঞ্চল ও লাজুক পশু আমাদের দৃষ্টি-পথবর্ত্তী হইল। কি চিক্কন্‌ ছোট ছোট ও কুঞ্চিত উহাদের লোম! হরিণের মত এই প্রাণীর গতি অতি দ্রুত। রেড্‌-ইণ্ডিয়ানেরা বন্দুক দিয়া উহাদের মারে না। লাঠি ও লম্বা দড়ি লইয়া উহাদিগকে শিকার করিতে আরম্ভ করে। বার-চৌদ্দ হাত দূরে দূরে এক একটা লাঠি পুঁতিয়া, প্রকাণ্ড মাঠে, মাটির দিক হইতে প্রায় ত্রিশ ইঞ্চি উপরে ঐ দড়ি লাঠিতে লাঠিতে বাঁধিয়া রাখে। এই রকম করিয়া কখনও কখনও বা এক মাইল, দেড় মাইল স্থান তাহারা ঘিরিয়া লয়। কয়েকজন স্ত্রীলোক ঐ লাঠি বা খুঁটিগুলির উপরে চক্‌চকে নেক্‌ড়া ঝুলাইয়া দেয়—নেক্‌ড়াগুলি বাতাসে পত্‌পত্‌ করিয়া উড়িতে থাকে। নেক্‌ড়া ঝুলানো শেষ হইবামাত্র কতকগুলি লোক ঘোড়ায় উঠিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতে আরম্ভ করে। ভিকুনাগুলি এদিকে ওদিকে থাকে এবং ঘোড়ায় চড়িয়া ঐ লোকগুলি উহাদের তাড়া দিয়া আনিয়া, ঐ বেষ্টিত স্থানে উপস্থিত করে। ভিকুনাবা অত্যন্ত ভীত হইয়া লাফাইয়া—ঐ দড়ি বা পতাকাযুক্ত খুঁটির প্রাচীর ভেদ করিয়া দৌড়াইয়া—

ঐ স্থান অতিক্রম করিতে সাহসী হয় না। সমস্তগুলি আসিয়া ঐ স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হয় ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে। এই সুযোগে অন্য কয়েকজন লোক "বোলাস্" নামক অস্ত্রের সাহায্যে উহাদের প্রাণ সংহার করিতে থাকে।

বোলাস্ এক অদ্ভুত অস্ত্র। সীসা বা পাথরের বল থাকে এই অস্ত্রে এবং উহার একটা হয় ভারী আর একটা পাতলা। ভিকুনার স্নায়ু বা শিরা দিয়া ঐগুলি বাঁধা হয়। যেদিকে ঐ দড়ির মত ভিকুনার শিরাগুলি খোলা থাকে সেইদিকে একটার সঙ্গে আর একটা গাঁট বা গেরো দিয়া রাখা হয়। পাতলা বলটী হাতে লইয়া ঢিল ছোঁড়া হয়। ঢিল যাইয়া শিকারের গায়ে লাগে। ঢিল মারিবামাত্র ভারী বলটী মাথার দিকে ঘুরিতে আরম্ভ করে। কুড়ি বা ত্রিশ হাত দূর হইতে এই বল ছোঁড়া হয়। শিকারের গায়ে লাগিয়া, উহা শিকারকে পিছাইয়া জড়াইয়া ফেলে। ভিকুনার পিছনের পায়েই এই অস্ত্র নিক্ষেপ করা হইয়া থাকে। গায়ে লাগিবামাত্র, এই অস্ত্র ভিকুনাগুলিকে এমন করিয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া ফেলে যে উহাদের আর এক-পাও নড়িবার শক্তি থাকে না। এ যেন নাগ-পাশ। ভিকুনা তখন মাটিতে পড়িয়া যায়, আর উঠিতে পারে না। এই অস্ত্র নিক্ষেপ করা তত সহজ নয়। বিশেষভাবে অভ্যাস না করিলে উহা নিক্ষেপ করা যায় না—নিক্ষেপ করিলেও কোনই ফল হয় না। ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বোলাস্ নিক্ষেপ আরও কঠিন! নূতন নূতন, প্রথম প্রথম, অনেক সময় অনেক অশ্বারোহী বোলাস্ নিক্ষেপকারী

যথাযথ শিক্ষার ত্রুটীতে—হস্ত-কৌশলের ত্রুটীতে—তাহারা নিজের ঘোড়াকেই বা নিজ দেহেই এই অস্ত্রের দ্বারা আহত ও আবদ্ধ হয় —তাহাতে ফল হয় সাঙ্ঘাতিক।

বোলাস্‌দ্বারা আবদ্ধ ভিকুনাগুলিকে অনতিবিলম্বে হত্যা করা হয় এবং উপস্থিত সকলকেই উহার মাংস সমভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

গুয়ান্যাকো অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত প্রাণী। ভিকুনার সঙ্গে তাড়িত হইয়া এই কৌশল-জালে আবদ্ধ হইলে উহারা বিন্দুমাত্র ভীত হয় না। বলপূর্ব্বক দৌড়াইয়া, খুঁটি সংলগ্ন দড়ি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া উহারা পলায়ন করে। উহাদের দেখাদেখি ভিকুনাগুলিও পলাইয়া যায়। এইজন্য ভিকুনাগুলিকে আনিবার সময় শিকারীরা গুয়ান্যাকোগুলিকে তাড়াইয়া দেয়।

ভিকুনাগুলিকে হত্যা করিয়াই সমস্ত দড়ি গুটাইয়া আবার কয়েক মাইল দূরে ঐ ফাঁদ পাতা হয়। এইভাবে সপ্তাহকাল শিকার চলে। এক একবারকার এইরূপ মৃগয়া বা শিকারে পঞ্চাশ-ষাট্‌টী ভিকুনা ধরা পড়ে; কখন কখন শতাবধিও আবদ্ধ হয়। একজন শিকারী আমাকে বলিয়াছিল যে তাহারা কিছুদিন পূর্ব্বেই একবার দেড়শো ভিকুনা শিকার করিয়াছেন।

দক্ষিণ আমেরিকার অপর একটী বিচিত্র জন্তু হইতেছে "আলপাকা"। ভেড়ার মত এই জন্তুগুলি হইতে লোম ও মাংস পাওয়া যায়। আলপাকার লোম একটী মূল্যবান্‌ সামগ্রী।

ইহাতে অতি সুন্দর কাপড় হয়। স্কটল্যাণ্ড্ ও অষ্ট্রেলিয়ায় এই পশু-পালনের বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু সম্ভব হয় নাই।



দক্ষিণ আমেরিকার 'পঙ্গপাল'

গুয়ান্যাকো এই স্থানের নানা অঞ্চলে দেখা যায়। ইহারা অনেকটা হরিণের মত। পেরুর উত্তর হইতে টেরাডেল্ ফুয়েজো

দ্বীপ অবধি স্থানে ইহাদিগকে দেখা যায়। প্যাটাগোনিয়া প্রদেশেও ইহারা বাস করিয়া থাকে।

কণ্ডর বলিয়া একপ্রকার বৃহৎকায় গৃধ্র এণ্ডিজের ইতস্ততঃ দৃষ্ট হয়। ইহারা পাখা মেলিলে সাত-আট ফিট হয়। পেরুর দক্ষিণে, বিশেষতঃ দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে, সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম হাঁস দেখা যায়। ইহাদের গলাগুলি কালো এবং ঐ গলার সঙ্গে ইহাদের গায়ের ঝক্‌ঝকে সাদা রংয়ের এমন বিচিত্র সংযোগ যে, দেখিলে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। এদের পাগুলি পাটল-বর্ণ এবং চক্ষু উজ্জ্বল লোহিত।

চীলী ও পেরুতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্পেনবাসীদের বসবাস যেমন বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনই পরবর্ত্তী শতাব্দীতে ইউরোপীয়ানদিগেরও এইস্থানে বাস বিপদ-সঙ্কুল হইয়া দাঁড়ায়। এদেশ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে, উপকূল-ভাগে ইন্টারমিটেণ্ট্ জ্বর আরম্ভ হয়। জ্বরের ফলে কোন ইউরোপীয়ান্ আর দক্ষিণ আমেরিকায় বাস করিতে পারিতে-ছিলেন না। তখনও কিন্তু তাঁহাদের বাসস্থানের নিকটেই সিঙ্কোনা বা পেরুভিয়ান্ বার্ক ছিল।

সিঙ্কোনা গাছ রুবিয়াসিয়া জাতীয় এক প্রকার গাছ—অনেকটা কফির মত এবং ইউরোপীয় অঞ্চলের উড্-রুফের মত। গাছগুলি দেখিতে অতি সুন্দর, লম্বা লম্বা—চারা ও ঝোপ্ড়া খুব কমই দেখা যায়। এদের কাণ্ডাংশ বার হইতে আঠার ফিট উঁচু হয় এবং বেড়ে পঁচিশ হইতে পঁচাত্তর ইঞ্চি হয়। এ গাছের চূড়া বা

অগ্রভাগ অনেক উঁচু; সাধারণতঃ নব্বুই হইতে দেড়শো ফিট পর্য্যন্ত এই গাছগুলি দীর্ঘ হয়। ইহার বড় বড় পাতাগুলি প্রশস্ত এবং চক্‌চকে; ফুলসংযুক্ত পাতা ও ছোট পাতার নিম্নাংশ-সমূহ অতি সুন্দর লোহিতবর্ণ-বিশিষ্ট। ফুলগুলি গোলাপী রংয়ের এবং অনেকটা সাদাটে আভা থাকে। ত্রিশ-চল্লিশ রকমের সিঙ্কোনার গাছ এখানে দেখা যায়। বলিভিয়ার দক্ষিণাংশে ইহার উৎকৃষ্ট হল্‌দে, পেরুতে পিঙ্গল এবং চীমবোর‍্যাজোর চারিদিকে লোহিত বল্কল পাওয়া যায়। নিউ গ্র্যানাডায় এক রকম অপেক্ষাকৃত খারাপ শ্রেণীর হলুদ বর্ণের সিঙ্কোনা-বল্কল দেখা যায়।

রেড্‌-ইণ্ডিয়ানেরা গাছ কাটিয়া এই বল্কল সংগ্রহ করে। এই সংগ্রহকারীদিগকে বলে ক্যাস্‌ক্যারিল্লেরোস্‌। তাহারা রস বাহির করিয়া, শুকাইয়া, বল্কলগুলিকে যথাযোগ্য-ভাবে গ্রহণ করে। একটী গাছ কাটিতে দুইজন লোকের প্রয়োজন হয়। ষাট ফিট উঁচু, চার ফিট ব্যাসবিশিষ্ট এক একটা গাছে প্রায় পনর মণ শুকান বাকল হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর হাজার হাজার গাছ কাটা হইলেও, গাছ নির্ব্বংশ হইবার আশঙ্কা নাই। উহাদের কর্ত্তিত-কাণ্ড হইতে কিছুদিন-মধ্যে আবার হাজার হাজার চারা জন্মিতেছে—নূতন বৃক্ষে পরিণত হইতেছে। যেন এই রক্ত-বীজের ঝাড়ের ধ্বংস নাই। উত্তরে বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে এমাজন্‌ নদীর ভীষণ উচ্ছ্বাস আরম্ভ হয়। এই নদীর জল চল্লিশ-পঞ্চাশ ফিট উঁচু হইয়া উঠিয়া, প্রলয় বেগে দিগ্বিদিকে প্রধাবিত হইতে থাকে। সেই তরঙ্গের ও প্লাবনের তাণ্ডবে বৃক্ষসমূহ ধ্বসিয়া পড়িয়া

গমনাগমনের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। পাম্ গাছ, জায়ান্ট বের থো ল্লেটিয়াস্, চীপ্রিনাম্ প্রভৃতি বৃক্ষ ইহার তীরে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে। ইণ্ডিয়ানেরা ভীত ও শঙ্কিতভাবে অতি সন্তর্পণে



ফুল ও ফলসমেত বিশ্ব-হিতকর সিঙ্কোনা-গাছ

উহাদের নিম্নভাগ দিয়া তাহাদের হাল্কা নৌকা ক্যানো লইয়া যাতায়াত করে। কখন যে এই সব গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িবে তাহার কিছুই ঠিক নাই। এ সময় এমাজনের তীরে একটা ভীষণ বৃক্ষোৎপাটন লীলা চলিতে থাকে। অসংখ্য ফল ও ফুল শোভিত

বৃক্ষের কাণ্ড জলে ভাসিতে আরম্ভ করে। নদী দিয়া জল-যানের চলাচল বিপদসঙ্কুল হইয়া দাঁড়ায়। বেশীদিন এমাজনের এই রুদ্র-মূর্ত্তি থাকে না, কিন্তু যে কয়দিন থাকে সে কয়দিন কি ভীষণ! বড় বড় কুম্ভীর জলে ভাসিয়া উঠিতে থাকে। বৃক্ষ-পতনে উহারা মনে করে যে ঐ বুঝি শিকার আসিল, সুতরাং এইজন্য জলময় একটা উৎকট আলোড়ন উপস্থিত হয়।

পাখী যে কত জাতীয় দেখিলাম, তাহার ইয়ত্তা নাই। অ্যারারা ও ফ্যান্ নামে তুই প্রকার প্যারাকোয়েট্ দেখিলাম। ইহারা বার ইঞ্চি পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। এণ্ডিজের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ শৃঙ্গের নাম চিমবোর‍্যাজো।

এক প্রকার জানোয়ার দেখিলাম, উহাদের নাম "ল্যামেন্টিন্"। ইহারা নয় ফিট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। তিন আঙ্গুল বিশিষ্ট বানরের কথা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি। এই শ্লথ্গুলি দেখিতে বিশ্রী! এক জাতীয় কালো বানর এখানে আছে। উহাদের নাম "ব্ল্যাক্ হাটিং মাঙ্কি।" লেজ সহ বাহান্ন ইঞ্চি পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইতে উহাদের দেখা যায়।

একদিন এমাজন্ নদীর তীর দিয়া ভ্রমণ করিতেছিলাম। সহসা এক বিচিত্র পুষ্পের বন যেন চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। প্রকাণ্ড ঢালের মত এক একটা গোল পাতা—চার হইতে ছয় ফিট চওড়া—নদীর জলে ভাসিতেছে। উহা এমাজন্ নদীর একটী প্রধান সৌন্দর্য্য এবং উহার নাম "ভিক্টোরিয়া রিজিয়া"।

এক রকম গাছ দেখিলাম, উহার নাম "কৌ-চৌক"; কিন্তু ইহার পূর্ণ নাম সিফোনিয়া ইলাষ্টিকা। এই গাছগুলি ষাট্ ফিট পর্য্যন্ত দীর্ঘ এবং কাণ্ডের ব্যাস তিন ফিট পর্য্যন্ত হয়। ভাল গাভীর দুগ্ধের মত এই গাছের রস এক অদ্ভুত উপায়ে গাঢ় করা হয়। ব্যবসায়ীদের নিকট এই রসের বিশেষ প্রসিদ্ধি দেখা যায়।



নয় ফিট লম্বা ম্যামেটিন্

গাটা-পার্চা, কোকোয়া, ভ্যানিলা প্রভৃতি কত মূল্যবান গাছ এখানে দেখিলাম।

একদিন এক গভীর বনে প্রবেশ করিলাম। হাতে একটী দু'নলা রিভলভার থাকিলেও ভয় হইতেছিল! যা'হোক ভগবানের কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে ঐ বন পার হইলাম। এখানে দেখিলাম, ক্যাপিবারা, বোট্-বিল, জ্যাবিরু, ম্যানেটি ও হরণ্ড-স্ক্রিমার আর সাঙ্ঘাতিক জাগুয়ার ও টেপীর।

স্পেন-দেশীয় লোকদের নিত্য-ব্যবহার্য্য "মেট্" শব্দটী দক্ষিণ আমেরিকায়ও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। পর্ত্তুগীজদের অদ্ধেক

লোকে ইহা বলে। রাইওগ্রাণ্ডী হইতে দক্ষিণ ব্রেজিল অবধি সর্ব্বত্র, প্রভাতের প্রথম উচ্চারিত এই মেট্ শব্দটি—গৃহে, তাঁবুতে, বনে, বাজারে শুনা যায়। মেট্ গাছ (Mate Shrub) কফি ও বার্চ্চ গাছের এক সম্মিলিত রূপ। ইহার পাতায় টেইন নামক চায়ের সারাংশ আছে, কিন্তু কাঁচা পাতা চিবাইলে ও রস সেবন করিলে পাকস্থলীতে একপ্রকার বিচিত্র অনুভূতি সঞ্চারিত হয়। ইহার পাতা খাইলে পেটের অসুখ হয়। ইহা এদেশে অজস্র জন্মে। দক্ষিণ আমেরিকার লোকেরা শুধু ইহার ফল সংগ্রহ করে। মেট্ ভদ্রতার এক বস্তু। আমাদের দেশের পান তামাকের মত, আদর অভ্যর্থনায় ইহা নিত্য ব্যবহৃত হয়। এখানকার লোকেরা বলে—

"Mate, greets the coming
and speeds the parting guests"

মেট্ কেমন করিয়া খায় কৌতুহল পরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করায় শুনিলাম যে রেড্-ইণ্ডিয়ান ও নিগ্রোরা আমাদের পানের মতই ইহা চিবাইয়া খায়। গুঁড়া করিলে তামাকের মত করিয়া ইহারা খায়। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে "মেট্ স্মোকিং" বা ইহার তামাক খাওয়া বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছে। সারা বৎসর ধরিয়া ব্রেজিলের ঘরে ঘরে প্রকাণ্ড এক একটা মাটির বাসনে জলসহ এগুলি ভরিয়া রাখা হয়।

এই মেট্ বা ব্রেজিলের চা নূতন জিনিষ নয়। ইহার পূর্ব্ব নাম ছিল "প্যারাগুয়া টি।" দুই শত বৎসর পূর্ব্বেও ইহা

ইউরোপের লোক সেবন করিতেন এবং তখনও ইহার মূল্য প্রচুর ছিল।

বলিভিয়ার লোকদের স্নায়বিক-শক্তি বৰ্দ্ধনের সৰ্ব্ব-প্রিয় পদার্থ হইতেছে কোকোয়া বা কোকো। কোকোর পাতা এক ইঞ্চ দীর্ঘ হয় এবং ইহা রৌদ্রে শুকাইয়া যায়। বলিভিয়া ও পেরুতে প্রভূত



দক্ষিণ আমেরিকার এমাজন্ নদীর প্রধান সৌন্দর্য্য
"ভিক্টোরিয়া রিজিয়া"

পরিমাণে কোকো উৎপন্ন হয়। শুকাইলে কিঞ্চিৎ সুক্ষ্ম হয় এবং লাল মরিচের সঙ্গে ওদেশের লোকেরা চিবাইয়া কেবলমাত্র রসগুলি গলাধঃকৃত করে ও ছিব্ড়া ফেলিয়া দেয়।

যাঁহারা কার্ডিল্লেরার উচ্চ-ভূমিতে উঠিয়া হাঁপাইয়া পড়েন তাঁহাদের পক্ষে সেখানে কোকোয়া বা কোকো ভিন্ন জীবন রক্ষা হওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। ঐস্থানে কি ভীষণ শীত। দারুণ ঠাণ্ডায় দেহ যেন জড়ীভূত হইয়া আসিতে থাকে এবং বায়ুর অল্পতায় বক্ষঃদেশ সঙ্কুচিত হইয়া বিষম অস্বস্তি উপস্থিত হয়। ঐ সময় কয়েকটি কোকোর পাতা চিবাইলে কতই না আরাম বোধ হয়। কুই চোয়ান ইণ্ডিয়ানেরা তুষারাবৃত গিরি-সঙ্কট অতিক্রম করিতে প্রচুর কোকোর পাতা সঙ্গে না লইয়াই পারে না। ইহাতে স্নায়বিক অবসাদ অত্যাশ্চর্য্যরূপে বিদূরিত হয়। কার্য্যে উৎসাহ বৃদ্ধি পায় এবং জড়তা, গ্লানি নষ্ট হইয়া মনে এক অপূর্ব্ব প্রসন্নতার উদয় হয়। চায়ের মত করিয়া কোকো পান করিলেও ইহাতে বেশ সুগন্ধ পাওয়া যায় এবং একটু একটু "ক্যামোমিলের" গন্ধও অনুভূত হয়।

পেরুর রেড্-ইণ্ডিয়ান্‌গণ মুখ ভরিয়া কোকো লইয়া পথের দূরত্ব মাপে। কয়েকটী পাতা চিবাইলে যে শক্তি-বর্দ্ধক-গুণ সঞ্চারিত হয় উহা কিয়ৎকালাবধি দেহে ক্রিয়া করিতে থাকে এবং এইভাবে পর পর পাতা না খাইলে আবার দুর্ব্বলতা দেখা দেয়। নেশার নির্দ্দিষ্ট সময় অনুসারে এই দূরত্বের পরিমাণ চলে।

"হার্‌কিউলিস্ বীটল" দেখিলাম। কি অদ্ভুত প্রাণী—দেখিলেই মনে ভয় ও বীভৎসতা দেখা দেয়। "বার্ড-স্পাইডার" বা মাইগেলগুলি সাত ইঞ্চ পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। ছোট ছোট কত পাখী, কীট উহারা ধরিতেছে ও মারিয়া খাইতেছে। লেজ পর্য্যন্ত প্রায়

সাত ফিট দীর্ঘ "ইউরুমী" দেখিলাম। কি অদ্ভুত উহাদের চেহারা!

সানফ্লাওয়ার, লোকাষ্ট-ট্রী, হীকরী, সুম্যাক্, রেড্ সিডার, ম্যামথ্-ফার, ম্যাগ্নোলিয়া, টুলিপ্, সুগার ম্যাপল, পাম্পাস্-গ্রাস্, ইবী সেস্ প্রভৃতি কত কি, দেখিলাম।



বড় বা জায়ান্ট-পেঙ্গুইন

একদিন এক ঝাঁক "জায়ান্ট-পেঙ্গুইন"—এক একটা প্রায় পাঁচ ফিট লম্বা সামনে পড়িল।

বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম বিধাতার অপূর্ব্ব লীলা—কেন এত অজস্র সৃষ্টি? কোনটীর সঙ্গে কোনটীর তেমন বিশেষ মিল নাই, অথচ এক হস্তেরই সৃষ্ট সব। একে মারিয়া অন্যকে খাইতেছে,—একের বিষে অন্যে জর্জ্জরিত—একের প্রীতিতে অন্যের সুস্থতা।

কেন তিনি এমন করিয়া অহর্নিশ বিধান করিতেছেন ? লীলাময়ের লীলার অবধি নাই—সৃষ্টির বিরাম নাই। একি খেলা !

শুনিলাম, মাত্র তিনশত মাইল দূরে জুয়ান ফার্নান্ডেজ্ দ্বীপ। সেখানে যাইব কি না ভাবিতেছিলাম এমন সময় অনাগত এক সঙ্গীতের ধ্বনিতে তন্ময় হইয়া গেলাম। উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলাম। কে যেন গাহিতেছে—এ যে প্রাণের ভাষা, মনের কথা—কি সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, যেন চিনি—শুনিয়াছি—কে ও গায়—কি গায় ? গায়ক গাহিতেছিল—

"আমার কথাটি জানি র'বে না মনে,
শুধু মোর গানখানি, তুমি, রেখো স্মরণে,
নতুন ফাগুন দিনে ভাসায়ে দিও,
পুরাণো স্মৃতির ভেলা।"

—শেষ—